NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ 'জোচ্চুরি' ফাঁস! প্যানেল বাতিলে বেকায়দায় মমতা, তোপ অভিজিতের

তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্ভব নয়: কমিশন ৩

কলকাতা ৫ এপ্রিল ২০২৫ ২২ চৈত্র ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.04.2025, Vol.18, Issue No. 293, 8 Pages, Price 3.00

'ঐতিহাসিক মুহূর্ত...'

ওয়াকফ বিল পাশ হতেই উচ্ছ্বাস প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: সংশোধনী ওয়াকফ বিল পাশ হতেই উচ্ছ্বসীত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শাসক-বিরোধী দীর্ঘ বাদানুবাদের পর সংসদের দুই কক্ষেই পাশ ওয়াকফ সংশোধনী বিল। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে যায় সংশোধনী ওয়াকফ বিল। থাইল্যান্ড থেকেই এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আর্থ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ।'

বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে এই মুহূর্তে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে প্রধানমন্ত্রী। ওয়াকফ বিল নিয়ে সংসদের আলোচনায় তিনি অংশ নেননি। লোকসভায় বিজেপির তরফে এই আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছেন অমিত শাহ। আর রাজ্যসভায় নেতৃত্ব দিয়েছেন জেপি নাড্ডা। বৃহস্পতিবার ভোররাতে সংসদের উচ্চকক্ষে বিলটি পাশ হয়ে যেতেই প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে লেখেন, 'সংসদের দুই কক্ষে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ হয়ে যাওয়াটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আর্থসামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সম্মিলিতভাবে যে প্রয়াস চালাচ্ছি, সেদিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক হয়ে রয়েছেন, যাঁদের কণ্ঠস্বর করে এতদিন গুরুত্ব দেওয়া হত না। এই বিল তাঁদের সাহায্য করবে।'

দু'দিনের দীর্ঘ বিতর্কের পর সংসদের দুই কক্ষেই পাশ হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলেই এই বিল আইনে পরিণত হবে। বিজেপির দাবি, এই বিল আইনে পরিণত হলে কোটি কোটি প্রান্তিক মুসলিম সমাজ উপকৃত হবেন। এতদিন ধরে গুটিকয়েক প্রভাবশালীর হাতে কুক্ষিগত ওয়াকফ সম্পত্তি মুক্ত হবে এবং সাধারণ মুসলিমরা উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণেও তেমনই ইঙ্গিত।

উল্লেখ্য, রাজ্যসভায় এই বিলের পক্ষে পড়ে ১২৮টি ভোট। বিপক্ষে ভোট পড়ে ৯৫টি। নতুন আইন প্রণয়ন হতে আর কোনও সমস্যা রইল না। এবার এই বিলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্বাক্ষর করলেই তা আইনে পরিণত হবে।

বুধবার রাত ২টোয় লোকসভায় পাশ হয় ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এই বিলের পক্ষে ২৮৮ জন সাংসদ ভোট দিয়েছিলেন, বিপক্ষে পড়েছিল ২৩২টি ভোট। পরের দিন, বৃহস্পতিবারই রাজ্যসভায় এই বিল পেশ করা হয়। দুপুর ১টা থেকে ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ৮ ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিলের আলোচনার জন্য, কিন্তু সেই আলোচনা যখন শেষ হল, তখন ঘঁড়ির কাটা রাত ১টা পার করে গিয়েছে।

রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর বক্তব্য দিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছিল। বিতর্ক ছিল ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অ-মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। তিনি বলেন, 'ওয়াকফ বোর্ড একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। সমস্ত সরকারি সংস্থার ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত।' কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ওয়াকফে ২২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪ জন অ-মুসলিম প্রতিনিধি থাকবে।

রামনবমীর মিছিলে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ায় রামনবমীর মিছিলে সায় কলকাতা হাইকোর্টের। তবে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন মিলেছে। হাইকোর্ট বলছে, ধাতুর তৈরি কোনও হাতিয়ার নিয়ে মিছিল করা যাবে না। কিন্তু, পিভিসি দিয়ে তৈরি যে কোনও ধর্মীয় প্রতীক নিয়ে মিছিল করা যাবে। ক'টা থেকে মিছিল হবে, সেখানে কতজন থাকতে পারবেন তাও বলে দিয়েছে আদালত। আদালত বলছে, দুই সংগঠনের ৫০০ জন করে মোট ১০০০ লোক নিয়ে মিছিল করা যাবে।

সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১ টা পর্যন্ত মিছিল করবে অঞ্জনী পুত্র সেনা। বিকাল ৩ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত মিছিল করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তবে যাঁরা মিছিলে অংশ নেবেন তাঁদের সকলের কাছে পরিচয়পত্র থাকতে হবে।

তবে আদালত সাফ বলছে, কোনও সংগঠনই ৫০০ জনের বেশি লোক আনতে পারবে না। অঞ্জনী পুত্রদের মিছিল হবে সকালে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল বিকেলে। এদিন মিছিল নিয়ে সওয়াল জবারের মধ্যে নিজের পর্যবেক্ষণও জানান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। অনুমতি দিলেও তাঁর স্পষ্ট কথা, 'আমি থামালে সবাইকে থামাব। শুধু রাজনৈতিক দল নয়। আমি সিবিআই দিলে আগে পুলিশের তদন্ত দেখি। তাই সবাইকে থামাব।'

তবে এদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও কথা বলতে দেখা যায় বিচারপতিকে। তিনি বলেন, 'এর আগে বাঁকুড়ায় অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা অন্য ইস্যু ছিল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনুমতি দেব না। পুলিশের অবশ্যই ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা থাকা আর প্রয়োগের উপর আকাশ পাতাল পার্থক্য।' তবে ২০২২ সালের পর অশান্তি অনেকটাই কমেছে বলে মনে করছেন তিনি। বলেন, '২০২২ এর পর আরও ভায়োলেশন কমেছে। আশা করা হচ্ছে হিংসা আরও কমবে।' রাম নবমীর মিছিলের অনুমতি দেওয়া প্রসঙ্গে টানেন দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গও। কেন অনুমতি দেওয়া হচ্ছে তার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, 'দুর্গাপুজোয় কোথাও গন্ডগোল হলে কি দুর্গাপুজোই বন্ধ করে দেব?' একইসঙ্গে রাজ্যকেও মনে করান দায়িত্ব। খানিক পরামর্শ দিয়েই বলেন, 'কোনও এলাকা নিয়ে পুলিশ যদি আশঙ্কা প্রকাশ করে তাহলে সেটা রাজ্যের পক্ষে ভাল দেখায় না।'

বুধবার পর্যন্ত অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়

নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল গুলি-কাণ্ডে ফের স্বস্তি পেলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। আগামী বুধবার মামলার শুনানির আগে পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দায়ের করা মামলায় শুক্রবার এমনই মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। প্রাক্তন সাংসদ পক্ষের আইনজীবী জানান, বুধবার দুপুরে এই মামলার শুনানি রয়েছে। এদিন বিচারপতি মৌখিকভাবে সরকার পক্ষের আইনজীবীকে বলেছেন, বুধবার শুনানির আগে পর্যন্ত অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে কোনওভাবেই পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। তাছাড়া রামনবমীর শোভাযাত্রায় উনি অংশগ্রহণও করতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল ব্যারাকপুর আদালত। নিম্ন আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর বিরুদ্ধে এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, বুধবার মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। উল্লেখ্য, গত ২৬ মার্চ রাতে জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকায় গুলি-বোমাবাজির ঘটনায় স্থানীয় কাউন্সিলারের পুত্র নমিত সিং ও সনু জয়সওয়াল ওরফে তেলুয়ার বিরুদ্ধে গত ২৮ মার্চ পুলিশ সুয়োমোটো মামলা রুজু করেছে। তবুও ওই দু'জনকে পুলিশ এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি। উল্টে গুলি চালানোর কোনও প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

ভবানীপুরে গেরুয়া পতাকা অপসারণ, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবানীপুরে রামনবমী উপলক্ষে লাগানো গেরুয়া পতাকা সরিয়ে ফেলার অভিযোগ উঠল প্রশাসনের বিরুদ্ধে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনাকে 'হিন্দুদের অপমান' বলে আখ্যা দিয়ে সরব হয়েছেন।

তিনি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বলেছেন, 'ভয় পেয়েছে মমতা! ভবানীপুরে রামের ছবি-সহ গেরুয়া পতাকা খুলে ময়লার গাড়িতে ফেলা হচ্ছে।' এই ঘটনাকে 'হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আটকানোর পরিকল্পনা' বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

শুভেন্দুর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্য সভায় হিন্দু-বিরোধী কথা বলেন, তাই প্রশাসন দিয়ে এই কাজ করানো ওনার কাছে কোনো বড় বিষয় নয়। তবে সব কিছুরই শেষ আছে। বাংলার হিন্দুরা এর যোগ্য জবাব দেবে।'

তিনি আরও একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে, মালদার কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকে রাম নবমী উপলক্ষে প্রশাসন বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি করেছে। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'ভবানীপুরে প্রশাসনের কোনো অনুমতি লাগে না, কারণ সেখানে তোষণ আর ভোটব্যাঙ্কের অঙ্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু কালিয়াচকে বিধিনিষেধ শোনানো হচ্ছে, ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। আসলে উদ্দেশ্য একটাই; সনাতনীদের একত্রিত হতে না দেওয়া এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করা।'

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'পুলিশ যতই বাধা দিক, হিন্দু সনাতনীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েই রাম নবমী পালন করবে। কোটি কোটি মানুষ গেরুয়া পতাকা নিয়ে পথে নামবে।' শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সচেতন জনগণের কাছে পার্থক্য পরিষ্কার। প্রথম ভিডিওতে মমতা পুলিশের কোনো অনুমতি লাগে না, কারণ সেখানে

এরপর দুয়ের পাতায়

রামনবমী উপলক্ষে অশান্তি এড়াতে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমী পালনকে কেন্দ্র করে যে কোনওরকম অশান্তির ঘটনা এড়াতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। আগেই নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর আটকাতে সর্বস্তরের পুলিশ কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এবার রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৫ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল, রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হল। পাশাপাশি কোথায় কোন পুলিশ অফিসার দায়িত্বে থাকবে, তার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। ভবানীভবন থেকে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, হাওড়া শহর ও গ্রামীণ, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, শিলিগুড়ি, মালদহ, ইসলামপুর ও কোচবিহারের জন্য বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুলিশের তরফে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, আগামী ৫ থেকে ৭ এপ্রিল, টানা তিনদিন হাওড়া সদরের দায়িত্বে থাকবেন মোট ৬ জন অফিসার। এদের মধ্যে থাকবে আইজি পদ মর্যাদার একজন অফিসার, তিনজন ডিআইজি এবং একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। আগামী ৬ এপ্রিল রবিবার রামনবমী।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষকে কেন্দ্রদ করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল কোচবিহার! বিজেপির জেলা অফিস থেকে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালানো ও তাঁদের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। পালটা বিজেপির অভিযোগ, পার্টি অফিসে ঢুকে কর্মীদের মারধর ও জেলা কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছে তৃণমূল। ঘটনায় শুক্রবার বিকেলে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে ওষুধের দাম বৃদ্ধি ও লন্ডনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করার চেষ্টার ঘটনায় পথে নামে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। স্থানীয় রাসমেলা মাঠে জমায়েত করে মিছিল শেষ করে তারা। সেখান থেকে বাসে করে দিনহাটার তুফানগঞ্জে যাচ্ছিলেন সমর্থকরা। সেই মাঠ থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে জেলা বিজেপির পার্টি অফিস। সেখানে এদিন এসএসসি চাকরি বাতিল নিয়ে কর্মসূচি ছিল গেরুয়া শিবিরের।

দুই দলের কর্মীরা সামনা সামনি হতেই স্লোগানিং পালটা স্লোগানিং চলতে থাকে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের ছেলেরা তাঁদের জেলা অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালায় ও কর্মীদের মারধর করে। তৃণমূলের পালটা অভিযোগ, পার্টি অফিস থেকে বিজেপির দুষ্কৃতীরা তাঁদের উপর হামলা চালায়। গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনায় প্রবল উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ।

'বিমস্টেক' বৈঠকে ইউনূসকে কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

মোদি সাক্ষাতে হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইলেন উপদেষ্টা সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূস। অন্যদিকে, বাংলাদেশের মাটিতে হিন্দুদের উপর চলতে থাকা বেলাগাম হিংসায় ঘটনায় ইউনূসকে কড়া বার্তা দিলেন মোদিও।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই সাক্ষাৎ করতে চাইছিলেন ইউনূস। তবে ভারত সরকারের তরফে শুরুতে এই বিষয়ে কোনও উদ্যোগ না নেওয়া হলেও পরে ঠিক হয় ব্যাংককের 'বিমস্টেক' সম্মেলনে হবে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এই বৈঠক শেষে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করার প্রস্তাব দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও বার্তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৭ রাজ্য নিয়ে ইউনূসের মন্তব্য যে ভারত ব্যপকভাবে ক্ষুব্ধ তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন মোদি। সম্প্রতি চিন সফর থেকে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে ইউনূসকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'ভারতের পূর্ব প্রান্তের সাতটি রাজ্য, যাদের সেভেন সিস্টার্স বলা হয়। ওই বিরাট অঞ্চল কিন্তু পাহাড় আর স্থলভাগে ঘেরা। সমুদ্রপথে যোগাযোগ করার উপায়ই নেই তাদের। বাংলাদেশই হল সমুদ্রপথের রাজা। তাই ওই এলাকায় চিনা অর্থনীতির বিস্তার ঘটতেই পারে।' এই মন্তব্যের ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ভারতের ৭ রাজ্য (সেভেন সিস্টার)কে ভেঙে ফেলতে চায় বাংলাদেশ। যদিও বাংলাদেশ জানিয়েছিল এই মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ইস্যুতে বৈঠক থেকে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন, এমন কোনও মন্তব্য করা উচিত নয় যা উস্কানিমূলক। আগামী দিনে যেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রধান এমন মন্তব্যের বিষয়ে সতর্ক থাকেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের তরফে জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবি জানান ইউনূস। এতদিন ধরে ভারত সরকারের কাছে লিখিতভাবে এই দাবি জানিয়ে আসছিল বাংলাদেশ সরকার। অবশেষে ভারত সরকারের কাছে সরাসরি এই দাবি জানাল বাংলাদেশ। পাশাপাশি, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তরফে যেভাবে বাংলাদেশ নিয়ে উস্কানিমূলক প্রচার চলছে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয় বাংলাদেশের তরফে। যদিও বাংলাদেশ ইস্যুতে ইউনূসের আর্জি নিয়ে ভারতের তরফে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি।

আত্মহত্যার চেষ্টা ক্যানিংয়ের চাকরিহারা শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম রায়ে চাকরি যেতেই আত্মহত্যার চেষ্টা ক্যানিংয়ের এক শিক্ষিকার। জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে বাড়িতে পাওনাদারদের আনাগোনা লেগেই ছিল। তারউপর চাকরি চলে যাওয়ায় রীতিমতো 'জুলুম' শুরু করে পাওনাদাররা। চাপ সহ্য করতে না পেরেই চরম পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ওই শিক্ষিকা। সুইসাইড নোট লিখেই আত্মহত্যা করতে যান তিনি। তবে বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন তিনি।

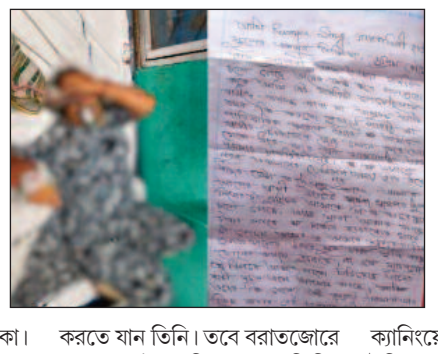

সুইসাইড নোটের ছত্রেছত্রে সমস্যার কথা লিখেছেন তিনি। ক্ষমা চেয়েছেন বাবা-মা ও প্রেমিকের কাছে। জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষিকার নাম রুম্পা সিং। মেদিনীপুরের বাসিন্দা তিনি। চাকরি করতেন ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনি হাই স্কুলে। ইতিহাসের শিক্ষিকা ছিলেন তিনি। ২০১৬ সালের প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রুম্পা। প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে একাই ক্যানিংয়ের নবপল্লি এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিতেই ভেঙে পড়েন তিনি। পরবর্তীতে বাড়ির মালিক বুঝতে পারেন, কিছু সমস্যা হয়েছে। এরপরই ঘর থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার হন রুম্পা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যানিং হাসপাতালে।

NARSINGHA

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮০ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Kumar Bairagi S/o. Dulal Bairagi R/o. Majdia, Ekterpur, Balagarh, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Soham Bairagi & Sohan Bairagi উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আমার পুত্রের সঠিক জন্ম তারিখ ১৯.০৪.২০১১.

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২১৪৮ নং এফিডেভিট বলে Sharma Ansuyadebi ও Anusuiya Devi Sharma W/o. Sachchidananda Sharma R/o. 259/2 B. M. Saha Road, Near Jyoti Marriage Hall, Kasari Para Hindmotor, Uttarpara, Hooghly-712233 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৬ নং এফিডেভিট বলে Tapan Roy S/o. Late Kanta Roy ও Lalan Ray S/o. Late Kanta Ray সাং সেঁইয়া, পাউনান, পোলবা, হুগলী-৭১২৩০৫ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩২ নং এফিডেভিট বলে Kalyan Das ও Kalyan Kr. Das S/o. Nilkamal Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৮২ নং এফিডেভিট বলে Arup Ghosh S/o. Gopal Chandra Ghosh ও Arup Kr. Ghosh S/o. G. Ch. Ghosh, Gopal Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩২৪৩ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Samanta S/o. Madan Samanta ও Shyamal Samantah S/o. Madan Samantah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৫১ নং এফিডেভিট বলে Samit Samanta S/o. Mahadeb Samanta ও Sumit Samanta S/o. M. Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Shiv Shankar Agarwalla, son of Late Deoki Nandan Agarwal Residing at 32/39 Harish Mukherjee Road, Sheoraphuli, Hooghly-712223, have changed my name and shall henceforth be known as Shiv Shankar Agarwal as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Serampore, West Bengal vide Affidavit No. 3417 dated 03.04.2025. Shiv Shankar Agarwalla and Shiv Shankar Agarwal both are the same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Vikash Kr Agarwala son of Shiv Shankar Agarwal residing at 32/39 Harish Mukherjee Road, Sheoraphuli, Dist-Hooghly Pin-712223, West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as Vikash Kumar Agarwal as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Serampore, West bengal vide Affidavit No. 3362 dated 02.04.2025 Vikash Kr Agarwala and Vikash Kumar Agarwal both are the same and identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই এপ্রিল। ২২ শে চৈত্র শনি বার। চৈত্র নবরাত্রি শ্রীশ্রী দুর্গা বাসন্তী অন্নপূর্ণা পুজোর মহা অষ্টমী তিথি। জন্মে মিথুন চন্দ্র রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ শ্রীশ্রী মা বাসন্তি অন্নপূর্ণা, মহা অষ্টমী তিথি। চৈত্র বাসন্তী অর্ধরাত্র পুজো। শ্রী অশোকঅষ্টমী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী গোপাল চন্দ্র কর্মকার, পিতা- সাধন কর্মকার, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R.- 51983, 51984, 51986, 51987, 51988 নং খতিয়ান, L.R. 18924 নং দাগে .0506 একর জমি ইং- 31/03/2021 তারিখে I -3929/2021 এবং ইং- 02/08/2021 তারিখে 6239/21 নং দলিল বলে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত (১) পুলক দাস, পিতা- গোপাল দাস (২) দেবাশীষ দে, পিতা- অধীর দে-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব, উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে 30 দিনের মধ্য কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ভ্রম সংশোধন

এতদ্বারা সকলকে জানাইতেছি যে, গত ইংরাজী ২১/০৩/২০২৫ তারিখে প্রকাশিত একদিন পত্রিকার ২ নং পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও পরিবর্তে জাঙ্গীপাড়া বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও হবে, বিজ্ঞাপন ভুল প্রকাশনে দুঃখিত।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg NO-WB-1593/15

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

বিজ্ঞপ্তি কারী , **আব্দুস সামাদ মন্ডল**, পিতা- নুর ইসলাম মন্ডল, দ্বিতীয় ব্যক্তি আসারুল ইসলাম পিতা- জিব্রাইল মন্ডল, সর্বসাং দক্ষিণ গরিবপুর পোস্ট গরীবপুর থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- 742121। 2024, General Power of Attorney যাহার নাম্বার Iv 2320 তাং 2024 **স্নেহাশীষ পাল** পিতা- স্বর্গীয় বিমলেন্দু পাল সাং১৪৭-৩ বালাজী পার্ক উলেন মলের পিছনে পোঃ খরিয়ার থানা জামনগর সিটি জেলা জামনগর রাজ্য গুজরাট বরাবর বা (গ্রহিতা) **রীতা দাস** স্বামী গৌতম দাস সাং ২/১২৫ এফ এইচ কমপ্লেক্স সুভারুন এন.টি.পি.সি. পোঃ নবারুন থানা ফারাক্কা জেলা মুর্শিদাবাদ, উক্ত পাওয়ার মৌজা ৬০নং দক্ষিণ জিৎপুরের মধ্যে বলে খতিয়ান ২৪৬, ১২৬৬, ৩৮৭৫, ২৪৫.দাগ ২৮১, ২৭৭, জমির পরিমাণ ৪.৩৮২ শতক জমির আমরা এল আর রেকর্ড করিবো পাওয়ার বরাবরে যদি কোন আপত্তি থাকে অতিসত্বর এক মাসের মধ্য ডোমকল BLRO অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

বিজ্ঞপ্তি কারী ১) **শিলং হালসানা** , পিতা- ইসলাম হালসানা, ২) **রেনুয়ারা খাতুন বিবি** স্বামী- শিলং হালসানা সাং চাঁদপুর ডোমকল মুর্শিদাবাদ, নিম্ন সম্পত্তি ০৯/১২/২০২৪ শালের D.S.R. MSD অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত ১১৬০১ উন্নয়নমূলক আমমোক্তার বলে আমরা L.R রেকর্ড করিব। আমমোক্তার গ্রহীতা ১) **মানোয়ার হোসেন** পিতা- মৃত ইসমাইল সেখ সাং চাঁদপুর ২) **রেজাউল করিম** পিতা- মৃত ইসাহক মোল্লা সাং হাসানপুর সকলের থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ, আমমোক্তারনামা দাতা ১) **দেবাশীষ পাল** পিতা- স্বর্গীয় গোপীনাথ পাল, সাং ৩২৫/রাজা রামমোহন রায় রোড থানা বেহালা জেলা উত্তর 24 পরগনা পিন-৭০০০০৮, ২) **মঞ্জুশ্রী ঘোষ** স্বামী স্বামী- ৺শ্যামল কুমার ঘোষ, সাং অভিদিপ্তা হাউসিং, থানা পূর্ব যাদবপুর পিন ৭০০০৯৯ , ৩) **রাখী পাল** পিতা- স্বর্গীয় গোপীনাথ পাল সাং ৩২ গ্রিন এভিনিউ, থানা- পূর্ব যাদবপুর পিন ৭০০০৭৫, ৪) **জয়দীপ পাল**, পিতা- ৺মনোজ পাল সাং- গার্ডেনিয়া ২৭৭ এন.এস. রোড থানা- সোনারপুর পিন-৭০০১৪৯ সকলের জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তফসিল- মৌজা ৬০ নম্বর দক্ষিণ জিতপুর হাল খতিয়ান ১০৮৩ দাগ নম্বর সাবেক ও হাল ৩১৩ পরিমাণ ২৬ শতকের মধ্যে ৪ শতক। দাতাগনের কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যেও B.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

এসাবুল মন্ডল পিতা- আব্দুল মজিদ মন্ডল সাং দক্ষিণ গরিবপুর ২১ শে এপ্রিল 2022 সালে D.S.R MSD অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩২৪৪ নম্বর উন্নয়নমূলক আমমোক্তার বলে নিম্ন জমি ক্রয় করিয়া LRরেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। আমমোক্তার গ্রহীতা **আক্তারুল ইসলাম** পিতা- খাইরুল ইসলাম সং দক্ষিণ গরিবপুর, থানা- ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ, আমমোক্তার দাতা ১) **অমিত কুমার পাল** পিতা- স্বর্গীয় অমীয় কুমার পাল, সাং ২৮এ চুনাপুকুর লেন থানা- মুচিপাড়া ২) **সুজাতা দে**, স্বামী- সলিল দে ঠিকানা ৪৯/৩/১এ, দুর্গাচরণ ডক্টর রোড পোস্ট ও থানা এন্টালী উভয়ের জেলা কলকাতা ৩) **মিলন মাঝি** পিতা- স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র মাঝি সাং ও পোস্ট- পশ্চিম মেদিনীপুর থানা- কোতোয়ালি ৪) **সোমা রায়**, স্বামী- রঞ্জন রায় ঠিকানা এএচ নং ৭৪ রামকৃষ্ণ কলোনি পোস্ট থানা- ম্যাঙ্গ, জেলা- পুবিসিংভুম, রাজ্য- ঝাড়খন্ড ৫) **রুবি মৌলিক** স্বামী- রঞ্জিত মৌলিক, ঠিকানা- গড পাড়া পোস্ট ও থানা- বেলপাহাড় জেলা ঝাড়সুগুদা রাজ্য- ওড়িশ্যা, তফসিল- মৌজা ৫৭নং গরিবপুর খতিয়ান ২০৪৬ দাগ নম্বর ৩৪০৬ ৩০ এর মধ্যে তিন শতক, কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে ডোমকল B.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি **ফিরাজুল ইসলাম** পিতা- সমির উদ্দিন ইসলাম সাং+ পোঃ- ভগীরথপুর থানা- ডোমকল মুর্শিদাবাদ, ভগীরথপুর মৌজা অবস্থিত ৭৮২ ও ৭৮৩ দাগের সম্পত্তি জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটোনি মুলে খরিদ করে ছিলাম যাহার দলিল নম্বর iv 565 তারিখ 21.09.1995 আমমোক্তার ব্যক্তি **বানাতুল্লা মন্ডল** লস্করপুর মুর্শিদাবাদ রেজিস্ট্রি অফিসকৃত অফিস জেলার সাব রেজিস্টার আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই সম্পত্তি ডোমকল B.L.R.O অফিসে রেকর্ড হবে সারা পশ্চিমবঙ্গে কারো কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে B.L.R.O অফিসে আবেদন করিবেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 04.04.2025 থেকে 04.05.2025 এর মধ্যে।

আমার মক্কেল (১) রীতা বাউরী স্বামী শ্রী রঞ্জিত বাউরী, (২) চম্পা মন্ডল স্বামী শ্রী প্রদীপ মন্ডল গ্রাম - শালিহান, পোঃ - মুড়াকাটা, থানা - ওন্দা, জেলা - বাঁকুড়া নিবাসী গত ইংরাজি ২৬/০৩/২৫ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস.আর. অফিসে ০১৬৮০ নং দলিল দ্বারা সাকিম একাড়িয়া নিবাসি ৺মানিক বাউরী মহাশয়ের কন্যা জয়ন্তী বাউরী ও সাকিম চামট্যা নিবাসী লালু বাউরী মহাশয়ের স্ত্রী বাসন্তী বাউরী মহাশয়াদ্বয়ের নিকট হইতে বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত থানাওয়ার ১১৯ নং শালিহান মৌজায় ৪৩৭ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ও হাল ৫৯২ নং দাগভুক্ত ৯.২৮ শতক সম্পত্তি ইং ০৬/০৬/১৯ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস.আর. অফিসে ০১৮৮/২০১৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার নানু পরামানিক ও গোপাল বাউরী মহাশয়দ্বয়ের দ্বারা খরিদা সম্পত্তি বর্তমানে নিজ নিজ নাম বরাবর নামপত্তণ হেতু আবেদন করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাদ্বয় বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ০১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ওন্দা অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Bipan Mukherjee, Advocate
Bankura Dist. Judge Court
E/No.-F/1410/2023

-:বিজ্ঞপ্তি:-

আমার মক্কেল শ্রী বিপ্লব কুমার ঘোষ মৌলিক পিতা ৺দুর্গা কৃষ্ণ ঘোষ, সাং-ছাতনা বামুনকুলি, থানা ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া, প্রকাশ থাকে যে, গত ইংরাজী ০২/০১/১৯৯৬ তারিখের বাঁকুড়া A.D.S.R. অফিসে ৩০ নং কোবালা দলিল মূলে মাটির গৃহাদি ক্রয় করিয়াছেন। আমমোক্তারনামা দলিল নং হল-১৪৩ (তাং- ০৫/০৯/১৯৮৬) ধানবাদ জেলার চাষ রেজিষ্ট্রী অফিসে, মৌজা বামুনকুলি, জে.এল. নং ১২২, খতিয়ান নং ১৯, ৭৮, ২৭৮, দাগ নং-১৬৩, পরিমান ০.০৫ ডেসিমেল, দাতা ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী কৃষ্ণশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বাড়ী ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগনের বা কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. ছাতনা অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়মানুসারে নামপত্তনের কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

Prasanjit Ghosh, Advocate
Bankura District Judge Court
Enrolment No. - F/814/2004

ত্রিপুরার শিক্ষকেরা হারিয়েছিলেন চাকরি, বঙ্গে শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ-ই অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট বাংলার প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছে। ২০২৪ সালের এপ্রিলে কলকাতা হাই কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল, এক বছর পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চ কার্যত তা-ই বহাল রেখেছে। ফলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বড় ধাক্কা এসেছে এবং রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতি বড়সড় প্রভাব ফেলেছিল। বাম আমলে, ২০১০ এবং ২০১৩ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বাধীন সিপিএম সরকার ১০,৩২৩ জন শিক্ষককে নিয়োগ করেছিল। কিন্তু অনিয়মের অভিযোগ উঠলে মামলা গড়ায় ত্রিপুরা হাই কোর্টে। আদালত গোটা প্যানেল বাতিল করার নির্দেশ দেয়। মানিক সরকারের সরকার সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানালেও, ২০১৭ সালে শীর্ষ আদালতও সেই রায় বহাল রাখে। পরের বছরই বিধানসভা নির্বাচনে বাম সরকারকে পরাস্ত করে বিজেপি। অনেকের মতে, ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল সেই পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। এবার বাংলাতেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে কি না, তা নিয়েই জল্পনা চলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলার জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটির বেশি, যেখানে ত্রিপুরার জনসংখ্যা মাত্র ৪০ লক্ষ। সংখ্যার অনুপাতে বাংলায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের প্রভাব ততটা গভীর হবে কি না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে বিরোধীরা মনে করছে, ত্রিপুরার মতোই বাংলার ভোটেও এই ইস্যু বড় ভূমিকা নিতে পারে। ত্রিপুরা বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলা ও ত্রিপুরার পরিস্থিতি একরকম না হলেও একটা বড় মিল রয়েছে। দু'জায়গাতেই দীর্ঘ বাম শাসনের পর মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। এখন তৃণমূলের দুর্নীতির কারণে মানুষের ক্ষোভ তীব্র হয়েছে, যা ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হতে পারে।' তবে, ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী ভানুলাল সাহা উল্টো মত প্রকাশ করে বলেন, 'ত্রিপুরায় নিয়োগ প্রক্রিয়াগত ত্রুটি ছিল, কিন্তু বাংলায় সরাসরি টাকার বিনিময়ে নিয়োগ হয়েছে। ফলে এই দুটি ঘটনা এক নয়।' সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পরই নবান্নে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে তলব করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই মমতা ঘোষণা করেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনেই তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ করা হবে।' তবে তিনি এই রায়ের নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগও তুলেছেন। গত বছর লোকসভা ভোটের প্রথম দফার পরেই কলকাতা হাই কোর্ট ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছিল। সেই সময় তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু ভোটের ফলে তাদের বড় ক্ষতি হয়নি। বরং ২০১৯ সালের তুলনায় আসন সংখ্যা বেড়েছিল। ত্রিপুরার ইতিহাসকে সামনে রেখে বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা চলছে। চাকরি হারানো শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়েছে, যা ভোটের ময়দানে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে বাংলার জনসংখ্যা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় ত্রিপুরার ঘটনার সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই ইস্যু কতটা গুরুত্ব পায়, তা সময়ই বলবে।

৬ এপ্রিল উপলব্ধ থাকবে গ্রিন লাইন-২ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, ৬ এপ্রিল রবিবার গ্রিন লাইন-২ হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড রুটে নির্ধারিত ট্রাফিক ব্লক বাতিল করে স্বাভাবিক পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রথম মেট্রো হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডে যাবে ২টো ১৫ মিনিটে। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দানের জন্য ছাড়বে একইসময়ে। শেষ মেট্রো হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের জন্য রওনা দেবে ৯টা ৪৫ মিনিটে। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান যাবে একইসময়ে। উল্লেখ্য, উক্ত দিনে গ্রিন লাইন-১ করিডোরে কোনো পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে না। তবে ব্লু লাইন-এ স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে।

ভবানীপুরে গেরুয়া পতাকা অপসারণ, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

তোষণ আর ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি জড়িয়ে আছে। আর দ্বিতীয় ভিডিওতে প্রশাসন ফতোয়া জারি করে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে, কারণ সেখানে ভোটব্যাঙ্ক নেই। পুলিশমন্ত্রী ও তাঁর দলদাস প্রশাসনের একপেশে আচরণ বাংলার সচেতন নাগরিকেরা লক্ষ্য রাখছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি পশ্চিমবঙ্গের দলদাস পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে দিতে চাই; যতই ভয় দেখানো হোক, হিন্দু সনাতনীরা আরও এক হবে। আগামী রাম নবমীতে কোটি কোটি হিন্দু সনাতনী সমাজ ভগবান রামের নাম নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে, গেরুয়া ধ্বজ নিয়ে মাঠে নামবে।'

এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। রাজ্যে রামনবমীর আগে এই বিতর্ক নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছে।

দায়িত্ব নিলেন রাজ্যর নয়া মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। ১৯৯০ সালের ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এই অভিজ্ঞ আইএএস আধিকারিক আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, সিইও পদের জন্য রাজ্য সরকারকে এক বা একাধিক নামের প্যানেল পাঠাতে হয়। এরপর নির্বাচন কমিশন সেই তালিকা পর্যালোচনা করে একজনকে নির্বাচন করে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আট বছর ধরে এই দায়িত্ব সামলেছেন আরিজ আফতাব। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি এই পদে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর আমলে ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। তাঁর অবসরের পর অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন দিব্যেন্দু দাস। এবার সেই দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করলেন মনোজ কুমার আগরওয়াল। মনোজ কুমার আগরওয়াল দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি রাজ্যের অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ছিলেন। এর পাশাপাশি বন বিভাগ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের অতিরিক্ত সচিব হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের সচিব হিসেবেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। আগামী বছরই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। এর আগে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, রাজ্যের ভোটার তালিকায় ভিন রাজ্যের নাম ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন পরে স্বীকার করেছে, বাংলার ভোটার তালিকায় থাকা কিছু এপিক নম্বরের সঙ্গে হরিয়ানা, গুজরাট ও অসমের ভোটার তালিকার এপিক নম্বরের মিল পাওয়া গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভোট পরিচালনার দায়িত্ব নতুন সিইও-র কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

রাজ্যের চার আইপিএসের পদোন্নতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার আইপিএসের পদোন্নতি এবং দায়িত্ব বাড়ল। রাজ্যের কর্মীবর্গ দপ্তরের পক্ষ থেকে এবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। রাজ্যের ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি এডিজি থেকে ডিজি পদমর্যাদার উন্নিত হলেন পিযুষ পাণ্ডে। পাশাপাশি রণবীর কুমারকে ডিজি আইবি ইবি থেকে ডিজি ফায়ারে বদলি করা হল। অলোক রাজোরিয়া এবার ডিআইজি ট্রাফিকের পাশাপাশি এডিজি লিগাল কে সহযোগিতা করবেন। পাশপাশি শান্তি দাসকে কারা দপ্তরে বদলি করা হল।

দুই সাংবাদিককে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের দুই সাংবাদিককে সরকারের দুই গুরুত্ব পূর্ণ পদে নিয়োগ করা হল। খাদ্য দপ্তরের চিফ কমিশনার (মনিটরিং এন্ড সুপারভিশন) হলেন প্রাক্তন সাংবাদিক দেবাশীষ ভট্টাচার্য। অন্য দিকে হিডকো'র অন্তর্গত ওয়েলফেয়ার ফর নিউটাউন এর চেয়ারপারসন হয়েছেন পুষণ গুপ্ত। দেবাশীষ ভট্টাচার্য কে চিফ কমিশনার পদে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের খাদ্যসাথী প্রকল্প-সহ রাজ্যের গণ বণ্টন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর মসৃণ এবং জনমুখী করে তোলাই এই পদের মূল লক্ষ্য হবে বলে খাদ্য দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরে জাহাজ নির্মাণ, মেরামতের জন্য দু'হাজার কোটির প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন ভারতের বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রণালয় থেকে জানান হয়েছে ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলিংহাম ও নন্দীগ্রামে প্রায় ৫,৬৫,৮৪৮ বর্গমিটার জমির উপর ২০০০ কোটির বিনিয়োগে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে আরও শক্তিশালী করা হবে। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এতে ছোট জলযান, যেমন টাগবোট, ড্রেজার এবং অভ্যন্তরীণ জলপথের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ চলবে। পরবর্তী ধাপে বৃহৎ সামুদ্রিক জাহাজ পানাম্যাক্স ক্লাস ভেসেল-এর নির্মাণ ও মেরামতের কাজ শুরু হবে। এই প্রকল্পের জন্য এমপিকে মেসার্স রিপলি অ্যান্ড কোং স্টেভেডরিং অ্যান্ড হ্যান্ডলিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং অত্রেয়া শিপইয়ার্ডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগের জেভি-র সঙ্গে ৩০ বছরের জন্য লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এরফলে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ধুলাগড় ঘোষ বাড়ির ৩০০ বছরের প্রাচীন বাসন্তী পূজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার ধুলাগড় শুলাটি গ্রামের ঘোষ বাড়িতে বাসন্তী পূজার প্রচলন প্রায় ৩০০ বছরেরও বেশি পুরনো। ঘোষ পরিবার একসময় জমিদার ছিলেন, আর সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই পূজা। এমনকি ব্রিটিশ আমলেও এই পূজার মাহাত্ম্য ছিল এতটাই যে ইংরেজ সাহেবরা পর্যন্ত পুজোর ডালা পাঠাতেন।

দুর্গা চারণ ঘোষ ছিলেন এই বাড়ির প্রধান কর্তা। তাঁর পাঁচ পুত্র মিলে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন, যা আজও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। এক সময়ে জমিদারি থাকাকালীন এই পূজার জৌলুস ছিল অপরিসীম। চার দিনব্যাপী চলত পুজো, পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গ্রামবাসীরা ভিড় জমাতেন ঘোষ বাড়ির ঠাকুর দালানে। যাত্রাপালা, নাটক, পুতুল নাচের আসর বসত, আর চলত ভোজের আয়োজন। যদিও এখন সেই জমিদারি আর নেই পুজোর জৌলুসও অনেকটাই ম্লান হয়েছে। আগে পূজার অন্যতম আচার ছিল মোষ ও ছাগ বলি, দশমীর দিনে কাদা মাটি মাখা। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পূজার বিধিবিধান একই রয়েছে। ঠাকুর দালানেই প্রতিমা গড়া হয়। অষ্টমী তিথিতে পরিবারের সদস্যরা ও আশপাশের গ্রামের ভক্তরা পুষ্পাঞ্জলি দেন। সেদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ন্যাড়াপোড়া ও বাজে পোড়ানোর রীতি। দশমীর দিনে মহিলারা সিঁদুর খেলা করেন এবং শোভাযাত্রাসহ প্রতিমা বিসর্জন হয়। আগে চার দিন ধরে গ্রামবাসীদের খাওয়ানোর রেওয়াজ থাকলেও এখন তা একদিনেই সীমাবদ্ধ। মায়ের মূর্তির পাশেই প্রতি বছর রামের পুজো হয়, যা রামনবমীর দিনে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই প্রথা একইভাবে চলে আসছে।

কেন্দ্রের বার্ষিক র‌্যাঙ্কিংয়ে প্রথম স্থানে বাংলার সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কেন্দ্রের স্বীকৃতি পেল রাজ্য সরকার। কার্যক্ষম দক্ষতার (প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর) ভিত্তিতে সম্প্রতি ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ দেশের ২০১টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বার্ষিক র‌্যাঙ্কিং ঘোষণা করেছে। তাতে শীর্ষস্থানে তো বটেই দেশের সেরা দশের মধ্যে বাংলার আরও তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থান পেয়েছে। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, ২০২৪-২৫ সালের জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ সাঁওতাল ডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দেশের সেরা কর্মক্ষম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে স্থান দিয়েছে। সর্বভারতীয় তালিকায় প্রথম স্থান রয়েছে ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। ওই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বীরভূমের বক্রেশ্বর কেন্দ্র, চতুর্থস্থানে সাগরদিঘি এবং নবম স্থানে ব্যান্ডেল। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনেও এনটিপিসি, ডিভিসি, আদানি পাওয়ার, টাটা পাওয়ারের মতো সংস্থাগুলিকে ছাপিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম। প্রসঙ্গত মার্চের শেষে আইসিএমআরের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী পূর্ব ভারতের মধ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এসএসকেএম। অর্থাৎ সেরা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নিরিখে শীর্ষে বাংলার দুই সরকারি মেডিক্যাল কলেজ। তার কিছু দিন আগেই কেন্দ্রের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী অসংগঠিত ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উৎপাদন শিল্পে দেশের মধ্যে শীর্ষ স্থান দখল করেছে বাংলা। এবার বিদ্যুতেও সেরার তকমা এল বাংলায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৫ এপ্রিল ২০২৫, ২২ চৈত্র, শনিবার

‘জোচ্চুরি’ ফাঁস! প্যানেল বাতিলে বেকায়দায় মমতা, তোপ অভিজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজও যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব, এমনটাই অভিমত এই মামলার সঙ্গে অতীতে জুড়ে থাকা প্রাক্তন বিচারক ও অধুনা সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। হাজার হাজার যুবকের স্বপ্ন ছিনিয়ে নিল তৃণমূল সরকার! যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করার সুযোগ ছিল, কিন্তু তা না করে কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল সম্পূর্ণ বাতিল করল সুপ্রিম কোর্ট। আর তাতেই তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ, পরিবারের হাহাকার, সবকিছুর মধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূল সরকার দায় ঝেড়ে ফেলে নিশানা করেছে বিজেপি ও সিপিএমকে। আর পাল্টা আক্রমণে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সরাসরি কটাক্ষ ছুড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘প্রথমে এই রায় দিয়েছিলেন একজন বিচারপতি, যিনি এখন বিজেপির সাংসদ। সাম গাঙ্গুলি না ডাঙ্গুলি, আমি ঠিক জানি না আসল নামটা!’ নাম না করেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন তিনি। কিন্তু সেই আক্রমণের জবাবে বিজেপি সাংসদ সটান বলেন, ‘ওই ভদ্রমহিলা আসলে জোচ্চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন!’ তিনি আরও বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমার উপর এত রাগ একটাই কারণে, ওনার দুর্নীতিটা প্রথম আমিই ধরেছিলাম!’ চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ কী হবে? সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন এটাই। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ‘আমি এখনও বলছি, যোগ্যদের বাছাই করা সম্ভব। আমাদের সরকার এলে সেগ্রিগেশন (যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা) করেই দেখাব।’ তিনি আরও বলেন, ‘মমতা যতই রেকর্ড লুকোনোর চেষ্টা করুন, পারবেন না। সমস্ত তথ্য হাইকোর্টের কাছে রয়েছে।’ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর যখন চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে চরম হতাশা, তখন তাঁদের উদ্দেশে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বার্তা, ‘দুশ্চিন্তা করবেন না। বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বিজেপি নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য কিছু করবে!’ এই রায়ের ফলে তৃণমূল সরকার কতটা কোণঠাসা হবে, তা সময় বলবে। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট, এসএসসি দুর্নীতিতে জড়িতদের রক্ষা করা আর সম্ভব নয়। বাংলার মানুষ কি এবার দুর্নীতির যোগ্য জবাব দেবে? প্রশ্ন কিন্তু উঠছে।

তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্ভব নয়: কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রায় ঘোষণার ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর মুখ খুলল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে ২৫,৩২৭ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। চাকরিহারাদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ‘হতাশ হবেন না। আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে। এখনও আমরা সঠিক জানি না যে কী ভাবে, কী করতে চলেছি। একইসঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, ‘আইনি ব্যাখ্যা না নিয়ে পদক্ষেপ করতে পারব না। প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি। সুপ্রিম রায়ে বলা হয়েছে, চাকরিহারাদের জন্য নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন করে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। কবে সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে, সেদিকে তাকিয়ে আছেন চাকরিহারারা। কিন্তু কবে সে যোগ্যতা প্রমাণের পালা আসবে এখনও সেই উত্তর নেই এসএসসি-র কাছে। ফলে লিগ্যাল ক্লারিফিকেশন নিচ্ছি। সরকার থেকে চিঠিও পেয়েছি। সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। তবে তিন মাসের মধ্যে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষা, তার ফলাফল, ইন্টারভিইউ, প্যানেল পাবলিশ করা আছে। তাই ৩ মাসের মধ্যে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া করা সম্ভব নয়।’ এরই পাশাপাশি তিনি এও জানান, ‘যাঁরা আইনগতভাবে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের ছাড় দিতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের এই বিষয়ে আইনজীবীদের পরামর্শ নিতে হবে। আদালতের ব্যাখ্যাও নিতে হতে পারে। আমরা প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে কাজ করতে হবে। সেই বার্তা আমাদের সহকর্মীদের দিয়েছি।’ এদিকে শুক্রবার সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে আগামী কিছু কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যেই বৈঠকও হয়েছে কমিশনে। সরকারের কাছ থেকে একটি চিঠিও এসেছে তাদের কাছে। তবে আইনি বিষয়গুলো স্পষ্ট হলে তবেই নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত। এসএসসি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘কারা নিয়োগে অংশ নেবে, কাদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা নিয়ে কিছু সংশয় আছে। রায়ের বয়ান এখনও ১০০ শতাংশ স্পষ্ট নয়।’ তাই আইনি পরামর্শ নেবে এসএসসি।

একইসঙ্গে এদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এও জানান, ‘কেউ যদি অন্য চাকরি থেকে এসে থাকে এই তথ্য আমাদের কাছে আছে বলে মনে হয় না। এটা তার পক্ষেই জানা সম্ভব। সেক্ষেত্রে তিনিই আবেদন করবেন। ওই দপ্তরের একটা কর্তব্য, নিয়োগ করা। সেটার একটা সময়সীমাও দেওয়া আছে।’ তবে এটা কমিশনের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়েছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য, তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার কথা রায়ের বয়ানে বলা নেই। কতজন, পরীক্ষা দেবে, তার উপর নির্ভর করছে, ঠিক কত সময় লাগবে।

চাকরিহারাদের সুরাহার পথ রিভিউ পিটিশন, জানাচ্ছেন দুঁদে আইনজীবীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম এই রায়ে চাকরি গিয়েছে ২৫,৭৫২ জনের। এরপরই জল্পনা শুরু হয়েছে, আইনি পথে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা আর কোনও সুরাহা পেতে পারেন কি না তা নিয়ে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ বলেন, ‘পরবর্তীতে রিভিউ করারই একমাত্র সুযোগ আছে। তবে শুধুমাত্র টেকনিক্যালি ভুলে রিভিউ করা যায়। আর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রিভিউ করে কোনও লাভ হয় না। রায় দেওয়ার পর সংশোধনের সুযোগ খুবই কম। সুপ্রিম কোর্ট নিজের রায়ের পরিবর্তন করে না।’ একইসঙ্গে এদিন তিনি রায় নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। বলেন, ‘চাকরি চলে যাওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যেটা সুপ্রিম কোর্টের মনে করা উচিত ছিল। এতগুলো লোকের চাকরি চলে গেল, তাঁদের সংসার কিভাবে চলবে, একটু সময় দেওয়া উচিত ছিল। যে সৎভাবে চাকরি পেয়েছে তার চাকরি চলে যাওয়াটা মেনে নেওয়া যায় না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নির্বাচন কীভাবে হয়? মেরিটে হয়! আগে নিজেদের দিকটা দেখুক।’ আর এক বিশিষ্ট আইনজীবী তথা রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়ন্ত মিত্রও অরুণাভর সঙ্গে একমত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, ‘এখানে রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া আর কোনও সুযোগ নেই। অতীতে সুপ্রিম কোর্টে অনেক অর্ডারের বিরুদ্ধেই রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে, কিন্তু খুব কম ম্যাটারের ক্ষেত্রে সাকসেস এসেছে। বেসিক্যালি চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়ার সময় সুপ্রিম কোর্ট খোলা আদালতে বসে লিখে রায় শোনায় না। যে বেঞ্চ রায় দেয়, তারা প্রাইভেট চেম্বারে বসে সিদ্ধান্ত নেয়।’ চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে তাঁর মত, ‘একইসঙ্গে ভালো-খারাপ বলি হয়ে গেল। এতদিনে নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার সেই মনোবল বা শরীরও থাকে না। গোটা ঘটনাটা ঘটল স্কুল সার্ভিস কমিশন ও রাজ্যের ভুলের জন্য। এতজনকে সাফাই করতে হল।’

এদিকে অন্য এক সিনিয়র আইনজীবী ফিরোজ এডুলজিও জানান, ‘সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ করাই যায়। সংবিধানের ১৩৭ নম্বর ধারায় সুপ্রিম কোর্ট নিজের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করতে পারে।’ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দেওয়ার পর আপিল করা যায় কি না, তা নিয়ে কোনও কোনও মহলে সংশয় তৈরি হয়েছে। কিন্তু সংবিধান মেনে রিভিউ পিটিশন করতে বাধা নেই বলেই জানিয়েছেন এডুলজি। সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় জানান, ‘রিভিউ করার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু খারিজ হওয়ার হার ৯৯.৯৯ শতাংশ। এতে লাভ হবে না।’

হালিশহরে একটি স্কুলে ১৮ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিল প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার সেই নির্দেশ বহাল রাখল দেশের শীর্ষ আদালত। ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া গোটা প্যানেল বাতিল হতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন চাকরিহারারা। হালিশহরের হাজিনগর আদর্শ হিন্দি হাই স্কুলের ১৮ জন শিক্ষক চাকরি বাতিলে মর্মাহত টিচার ইনচার্জ থেকে শুরু করে সহকর্মীরা। জানা গিয়েছে, মর্নিং এবং ডে বিভাগ মিলিয়ে হাজিনগর আদর্শ হিন্দি হাই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৩৫০০। পড়ুয়ার জোয়ার থাকা ওই স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৪৪ জন। আদালতের নির্দেশে এক ধাক্কায় ওই স্কুলের ১৮ জন শিক্ষক চাকরি খইয়েছেন। এখন সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৬ জনে। এত কম সংখ্যক শিক্ষক নিয়ে কিভাবে স্কুল চালাবেন, তা নিয়ে চিন্তায় স্কুলের টিচার ইনচার্জ দেবেন্দ্র নাথ দুবে। তাঁর কথায়, এক ধাক্কায় এতজন শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়ায় স্কুল চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

এবিভিপির বিকাশ ভবন অভিযান ঘিরে তপ্ত বিধাননগর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সেই পরিকল্পনা মতোই শুক্রবার বিকাশভবন অভিযান করে এবিভিপি। মিছিল করে ভবনের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই ধস্তাধস্তি শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে। এর পরই ব্যারিকেডের উপর উঠে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপির ছাত্রযুব সংগঠনের সদস্যরা। এরপরই মহিলা এবিভিপি সদস্যদের টেনে-হিঁচড়ে ভ্যানে তোলে পুলিশ। অন্যদিকে বিজেপির তরফে আরও একটি মিছিল এসএসসি ভবন অভিযানের দিকে রওনা দেয়।

বস্তুত, বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি খুইয়েছেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক। যা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড়। অযোগ্য-যোগ্য ঝাড়াই বাছাই না করতে পেরে ২০১৬ সালের এসএসসির গোটা প্যানেল বাতিল হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই মামলার শুনানি শেষ করে রায় স্থগিত রেখেছিল শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার সেই রায় দিয়েই চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ কার্যত নির্ধারণ করে দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত। তবে কলকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল, সেই রায় বজায় রাখলেও সামান্য বদল বা ‘মডিফিকেশন’ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। জানানো হয়েছে, যারা অন্য সরকারি দপ্তর থেকে এখানে এসেছিলেন, তাঁরা পুরনো জায়গায় যোগদান করতে পারবেন। আর এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে আগামী ৩ মাসের মধ্যেই। এদিকে শুক্রবার এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত মজুমদার পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, এত কম সময়ের মধ্যে সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। নতুন নিয়োগে কারা অংশ নিতে পারবেন তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ধোঁয়াশা রয়েছে। এসএসসির চেয়ারম্যানও বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তা স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এ বিষয়ে আমরা আইনজীবীদের পরামর্শ নেব।’

সেজে উঠেছে লেক কালী বাড়ির অন্নপূর্ণা দেবী।

লুট একাধিক অক্সিজেন সিলিন্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘোলা থানার বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষপোতায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী কলকাতা কর্পোরেশন নিযুক্ত একটি ঠিকাদারি সংস্থার গোডাউন থেকে লুট দশটি অক্সিজেন সিলিন্ডার। অভিযোগ, শুক্রবার মধ্যরাতে ম্যাটাডোর গাড়ি দাঁড় করিয়ে সাত-আটজন দুষ্কৃতী ওই ঠিকাদারি সংস্থার গোডাউন থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো নিয়ে চম্পট দেয়। যদিও অক্সিজেন সিলিন্ডার লুটের সেই দৃশ্য এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। ঠিকাদারি সংস্থার মালিক সুরজিৎ সমাদ্দার জানান, তাঁরা কলকাতা কর্পোরেশনের জল বিভাগের পাইপ লাইনের কাজ করেন। দিনরাত গোডাউন পাহারা দেওয়ার জন্য লোক থাকে। কিন্তু ঈদের ছুটিতে তারা বাড়িতে গিয়েছে।

ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে রাস্তায় সংখ্যালঘু সংগঠনের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরোধিতায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভে নামলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু সংগঠনের সদস্যরা। ইতিমধ্যে গোটা দেশজুড়েই ওয়াকফ বিল নিয়ে চড়ছে উত্তাপ। এর আঁচ পড়ল বঙ্গেও। তারই জেরে শুক্রবার, পার্ক সার্কাসের সেভেন পয়েন্টসে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামতে দেখা গেল শহর তথা রাজ্যের সংখ্যালঘুদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শহর তথা রাজ্যের একাধিক সংখ্যালঘু সংগঠনের তরফে ওই এলাকায় আয়োজন করা হয়েছিল একটি সভার। সেখানে অনেকটা সময় ধরেই চলে কেন্দ্রের ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল বিরোধী আলোচনা। তারপর সভা শেষে পথে বিক্ষোভে নামেন সেই সংখ্যালঘু সংগঠনের সদস্যরা। বিল প্রত্যাহারের দাবিতে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টস কার্যত অবরুদ্ধ করেন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় নামানো হয় পুলিশ ও র‍্যাফ।

উল্লেখ্য, বুধবার গভীর রাত অবধি লোকসভায় আলোচনা চলার পর পাস হয় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল। একই কায়দায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংসদের উচ্চকক্ষেও ১২৮ ভোট নিয়ে গভীর রাতে পাস হয়ে যায় এই সংশোধনী বিল। এরপর শুধু একটা সই। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পেন ঠেকালেই বদলে যাবে ৭০ বছর পুরনো ওয়াকফ আইনের রীতি নীতি। আর তার আগেই দেশজুড়ে নতুন সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সুর চড়াল সংখ্যালঘুরা। একই ভাবে পারদ চড়িয়ে নতুন বিলের বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছে বিরোধী নেতাদেরও।

বিধাননগরের ডেপুটি কমিশনারের জনসংযোগ ব্যবস্থাপক অ্যাঞ্জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধাননগরের ডেপুটি কমিশনারের জনসংযোগ ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে এলেন অ্যাঞ্জেলা রাহা। জনসংযোগের জগতের প্রতি আগ্রহটা তার স্কুলের দিন থেকেই শুরু হয়েছিল। এরপর তা নিয়েই গড়েন কেরিয়ার। ধীরে ধীরে নিজেকে এই ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় অ্যাঞ্জেলা ইভেন্ট নামে এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম দিয়ে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা সবসময়ই তার আবেগ ছিল, তা থেকেই ব্যবসায় আগমন। এবার ২০২৫ সালে তিনি আরও বড় ইভেন্টের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, যা তার যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায় সূচনা করতে চলেছে।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ নিয়ে হাইকোর্টে হিরণ্ময় মহারাজ

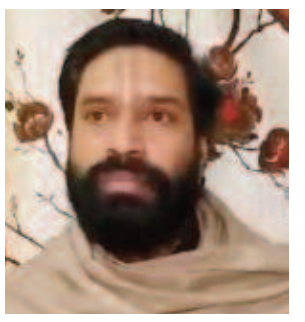

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত সোমবার সন্ধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের ১ নং ব্লকের রঘুনাথপুরে আক্রান্ত হয়েছিলেন ধর্মগুরু ও সন্ন্যাসী হিরণ্ময় মহারাজ। অভিযোগ, সন্ন্যাসীকে মারধরের পাশাপাশি তাঁর জটা, চুল, দাড়ি কেটে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

এরপর ওই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা গেল হিরণ্ময় মহারাজকে। তাঁর অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, পুলিশি সুরক্ষা চেয়ে থানায় গেলে তাঁকে সুরক্ষা দেওয়া হয়নি। এর পরই তিনি আক্রান্ত হন।গোটা ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি নিরাপত্তার দাবিও জানান তিনি। এদিকে আদালত সূত্রের খবর, বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলাটি গ্রহণ করেছেন। আগামী ৮ এপ্রিল অর্থাৎ মঙ্গলবার মামলার শুনানি হতে পারে। তমলুক আশ্রমের সন্ন্যাসী হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ জানান, সম্প্রতি শক্তিপদ মান্না নামে এক ভক্তর ডাকে সাড়া দিয়ে ঘাটালের রঘুনাথপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েকদিন ধরে নাম সংকীর্তন, ব্রাহ্মণ ভোজন চলছিল। গত সোমবার সন্ধ্যায় সেখানে ভগবদগীতা পাঠের পর এক শিষ্যকে নিয়ে গ্রাম ঘুরতে বেড়িয়েছিলেন। তখনই একদল দুষ্কৃতী তার ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। হিরণ্ময় মহারাজের এই আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার আইনজীবী মারফৎ পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন আইনজীবী।

রাজ্য ভিত্তিক ওয়াকফের সম্পত্তির পরিমাণ কত একর জুড়ে স্পষ্ট নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই দিন ধরে টানটান উত্তেজনার পর সংসদের উভয় কক্ষে দীর্ঘ ২৫ ঘণ্টারও বেশি আলোচনার পর পাস হল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। বিরোধী ও শাসক দুই পক্ষের মধ্যে যুক্তি-পাল্টা যুক্তির লড়াই চললেও শেষ পর্যন্ত সংসদের উভয় কক্ষেই বিলটি গৃহীত হয়েছে। এই বিল পাসকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ‘দশকের পর দশক ধরে ওয়াকফ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার অভাব ছিল।’

তবে বুধবার লোকসভায় বিলের পক্ষে ভোট দেন ২৮৮ জন সাংসদ, আর বিপক্ষে ভোট দেন ২৩২ জন। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিলটির পক্ষে ভোট দেন ১২৮ জন সাংসদ, বিপক্ষে ভোট পড়ে ৯৫টি।

গতকাল রাজ্যসভায় ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশজুড়ে ৮.৭২ লক্ষ নথিভুক্ত ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, যা ৩৮ লক্ষ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত। ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডিয়া পোর্টালে এই তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে ৪.০২ লক্ষ সম্পত্তি ধর্মীয় কাজের জন্য ওয়াকফ বোর্ড অধিগ্রহণ করেছে। তবে স্বত্বের প্রমাণপত্র আপলোড করা হয়েছে মাত্র ৯,২৭৯টি সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এছাড়া ১,০৮৩ জন ব্যক্তি তাদের স্থাবর সম্পত্তি দলিলের মাধ্যমে দান করেছেন। কোন রাজ্যে কত ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, তা প্রকাশ করেছে সংখ্যালঘু মন্ত্রক।

উত্তরপ্রদেশে সর্বাধিক ২.১৭ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, যদিও কত একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত তা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, এরপর পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং কর্নাটক। কর্নাটকে ৬২,৮৩০টি ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, যা ৫,৯৬,৫১৬.৬১ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত। মধ্যপ্রদেশে রয়েছে ৩৩,৪৭২টি সম্পত্তি, যার পরিমাণ ৬,৭৯,০৭২.৩৯ একর। তামিলনাড়ুতে ৬৬,০৯২টি ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, যার আয়তন ৬,৫৫,০০৩.২ একর। রাজস্থানে ৩০,৮৯৫টি সম্পত্তি রয়েছে, যা ৫,০৯,৭২৫.৫৭ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

মহারাষ্ট্রে ৩৬,৭০১টি সম্পত্তির মোট আয়তন ২,০১,১০৫.১৭ একর। ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে বলে দাবি করেছে কেন্দ্র। তবে বিরোধীরা বলছে, বিলটির মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে। সংসদের উভয় কক্ষে ব্যাপক বিতর্কের মধ্যেই বিলটি পাশ হয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল এখন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। অনুমোদন মিললেই তা আইনে পরিণত হবে এবং দেশজুড়ে কার্যকর হবে নতুন নিয়মাবলি। যদিও তার আগেই বিলকে অমান্যতা দিয়ে রাস্তায় নামার হুমকি একাধিক ইসলামিক সংগঠনের।

ডিজিটাল অ্যারেস্টের দুই মাস্টার মাইন্ডের বিরুদ্ধে তদন্তে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আপনাকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হবে।’ ফোন তুলতেই অপর দিক থেকে ভেসে আসে এমনই বার্তা। তারপর জরিমানার ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। মাস কয়েক ধরেই রাজ্য তথা দেশজুড়ে পাতা হয়েছিল এই নতুন কায়দার প্রতারণার জাল। ইতিমধ্যে এই ‘ডিজিটাল অ্যারেস্টের’ হুমকি পেয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন বহু মানুষ। অবশেষে এই প্রতারণা চক্রের দুই মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। দুই মাস্টারমাইন্ডের নাম চিরাগ কাপুর ও তার সহযোগী যোগেশ দুয়া। শুক্রবার দুই অভিযুক্তকে পেশ করা হয় বিচারভবনের পিএমএলএ আদালতে। এদিকে সূত্রে খবর, তার আগেই দুই জনকেই কলকাতা পুলিশের হাত থেকে টেনে নিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এরফলে কত কোটি টাকা হাতিয়েছে তারা, তা জানতেই আদালতের কাছে অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ারও আর্জি জানাবে ইডি। জানা গিয়েছে, সারা দেশে সাইবার ফাঁদ পেতে এখনও পর্যন্ত ১৮০ কোটি টাকার প্রতারণা করেছে এই দুই অভিযুক্ত। গোটা দেশজুড়ে মূল চক্রী চিরাগের বিরুদ্ধে মোট ৯৩০টি প্রতারণার মামলা রুজু হয়েছে। সেই মামলাগুলিরও তদন্তভার নিজেদের কাঁধেই নিতে চায় ইডি।

সম্পাদকীয়

বাম বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ মধ্যবিত্ত নির্ভরতা, আর শ্রমজীবীদের থেকে দূরে থাকা

রাজ্য রাজনীতিতে বাম দলগুলির প্রাসঙ্গিকতা প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। এই দুঃসময়ে পার্টির রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ, ডানকুনির জমায়েত দেখে উচ্ছ্বসিত নেতৃবৃন্দ। তাঁদের ভাষণে আগামী দিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু ২০১১ সালের পরে দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতা কর্মীদের মধ্যে একটা হতাশা তৈরি করেছে। ৩৪ বছর ধরে যে দল নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিয়ে সরকার পরিচালনা করেছে, তাদের এই ভঙ্গুর অবস্থা নিয়ে রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের সামনে নানা প্রশ্ন উঠে এসেছে। প্রশ্ন উঠেছে ডানকুনির জমায়েতে কি সত্যিই আগামী দিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত? ২০২৩-এ যুব 'ইনসাফ যাত্রা', ব্রিগেডের ঐতিহাসিক জমায়েত; সবই তো হল। তার পর ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হল। সেখানে দলের প্রাপ্তি শূন্য, শতাংশের হিসাবে আগের বারের চেয়েও ভোট কমল। আর জি করের ঘটনায় উত্তাল গণবিক্ষোভ দেখা গেল, কিন্তু উপনির্বাচনে দলগত ফলে তা বিন্দুমাত্র দাগ কাটল না। আসলে এই বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ মধ্যবিত্ত নির্ভরতা, আর শ্রমজীবী শ্রেণির শক্তিকেন্দ্র থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতা। শাসক দলের ভয়ঙ্কর দুর্নীতি, অপরাধপ্রবণতা বিরোধীদের কাছে লড়াই করার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে দিলেও তা কাজে লাগাতে তারা ব্যর্থ। তার উপরে রয়েছে সাংগঠনিক দুর্বলতা, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতো কর্মসূচি ও তার ধারাবাহিকতার অভাব। প্রসঙ্গক্রমে মহারাষ্ট্র বিধানসভার একটি কেন্দ্র ডহাণু। যেখানে নয়া উদারবাদ, ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে লড়ে সিপিআইএম ধারাবাহিক ভাবে বার বার জয়ী হয়ে আসছে। তা সম্ভব হচ্ছে কারণ সেখানে খেতমজুর, কৃষকরাই দলের সাংগঠনিক শক্তি পোক্ত করছেন। তাই ডানকুনি কিংবা ব্রিগেড সমাবেশ দেখে লাভের হিসাব আখেরে ফল দেবে না।

শব্দবাণ-২৩৮

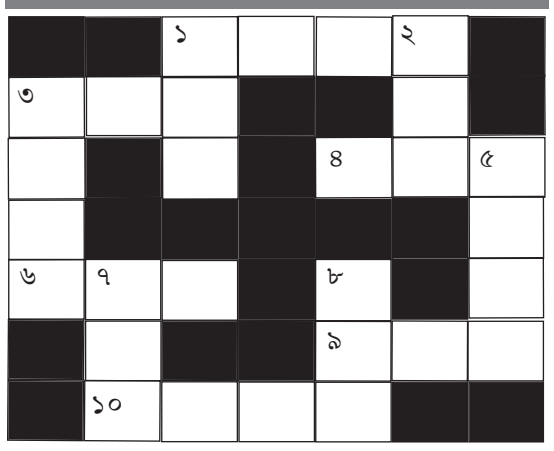

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অত্যন্ত নিষ্ঠুর বা ভয়াবহ ৩. কাণ্ডজ্ঞান ৪. আগমন, আসা ৬. সারবস্তু ৯. তরল পদার্থের ওজনের মাপ ১০. বিবরণ, তথ্য।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পেলবতা, কোমলতা ২. দয়াময় ৩. নিজের প্রতি ধিক্কার ৫. রাজসভা ৭. ঝগড়া, বিবাদ ৮. চালু।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩৭

পাশাপাশি: ২. উপমাংস ৫. ওর ৬. স্থাণু ৭. গদা ৮. কুপি ১০. তদনন্তর।

উপর-নীচ: ১. রং ২. উপস্থাপিত ৩. মানে ৪. সওদাগর ৯. ভান ১১. দণ্ডী।

জন্মদিন

আজকের দিন

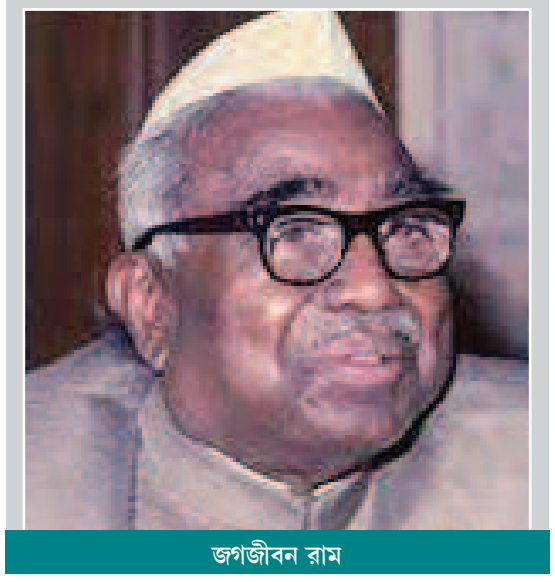

জগজীবন রাম

১৯০৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জগজীবন রামের জন্মদিন।
১৯৪৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুখেন্দুশেখর রায়ের জন্মদিন।
১৯৭৭ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মিথিল দেবিকার জন্মদিন।

এসএসসি-তে যোগ্যদের সর্বস্বান্ত জীবনের জন্য রাজ্য সরকার তার দায় অস্বীকার করতে পারে না!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিশ্বাসের পৃথিবীটা যখন ক্রমশ ছোট হতে থাকে,তখন অবিশ্বাসের ঘনঘোরে বিশ্বাসে শ্বাস নেওয়ার জন্যই সুদৃঢ় পদক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে । ২০১৬-র এসএসসির নিয়োগের অস্বচ্ছতায় গোটা প্যানেলটাই বাতিল করে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২৫৭৫২ জনের চাকরি চলে যাওয়ায় মধ্যে তারই প্রকট উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে সর্বোচ্চ মানের বিচার পাওয়ার সদিচ্ছায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এখনও সাধারণ মানুষের কাছে শেষ ভরসা, পরম আশ্রয় । সেক্ষেত্রে বাদীবিবাদী থেকে সকলেই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের দিকে অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকে,অপেক্ষা করে অবিরত । সেক্ষেত্রে এত বিপুল সংখ্যক চাকরি বাতিলে শুধু যোগ্যরাই নন, তৃণমূল থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষানুরাগী সকলের মনেই অবিশ্বাস্য আঘাত নেমে আসা স্বাভাবিক । এ রকম অপ্রিয় রায় স্বাভাবিক ভাবেই যোগ্যদের প্রতি সহানুভূতি আপনাতেই সমানুভূতিতে একাত্ম হয়ে যায় । শুধু তাই নয়, যোগ্যদের চাকরি হারানোর হাহাকারে বিশ্বাসের শ্বাস ভারী হয়ে ওঠে । অথচ এই পরিণতি একেবারেই আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। সেক্ষেত্রে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কেই সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখল । শুধু তাই নয়, নিয়োগের অস্বচ্ছতায় এ রকম চূড়ান্ত অপ্রিয় পদক্ষেপ যে নেওয়া হতে পারে,তা গত বছরের শেষ দিকে ২০২৪-এর ১৯ ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতেই ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিদ্বয়ের মুখেই শোনা গিয়েছিল । তারপরেই তা নিয়ে যোগ্যদের সঙ্গে শিক্ষাসচেতন নাগরিকদের মধ্যেও চাপা আতঙ্ক জিইয়ে ছিল। অথচ তারপরেও সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আশাভরসায় সবপক্ষই অপ্রিয় রায়ের পরিবর্তে অন্য কোনও গ্রহণযোগ্য প্রিয় সমাধানের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে। ২০২৫-এর ৭ জানুয়ারির পর ১৫ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পার করে ১০ ফেব্রুয়ারিও চলে যায় । তবুও অধীর প্রতীক্ষায় সুবিচারের আশা তখনও জেগে । অথচ সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার অভাব পরতে পরতে বেরিয়ে পড়ে। রাজ্য সরকার,পর্ষদ বা কমিশনের যোগ্যদের বাঁচাতে অযোগ্যদের তালিকা প্রদানের ব্যর্থতার মাশুলে যোগ্যদের পৃথকীকরণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে । স্বাভাবিক ভাবেই ন্যায়ধর্ম পালনে নিয়োগে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগঠিত দুর্নীতির দায়ে গোটা প্যানেলটাই বাতিল করা ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। ৩ এপ্রিলের ঐতিহাসিক রায়ে তারই প্রতিফলন । সেক্ষেত্রে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া ফেরানো থেকে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোই কঠোর পদক্ষেপই জরুরি হয়ে ওঠে । আসলে একবার চাকরি পাকা হলে কারও চাকরি আর যাবে না'র বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে অযোগ্যদের চাকরির সুরক্ষার পথেই যোগ্যদেরও চাকরি হারাতে চলে গেল। অযোগ্যদের বৈধতা পাইয়ে দিতে গিয়েই যোগ্যদের অবৈধ হয়ে যায়। এজন্য আপাতভাবে সুপ্রিম কোর্টের অপ্রিয় রায় আমাদের আহত করলেও তা তার পক্ষে অপরিহার্যই ছিল । সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার,কমিশন ও পর্ষদের দায়কে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না । বরং শেষ পর্যন্ত অযোগ্যদের আলাদা করে যোগ্যদের বাঁচানোর প্রয়াসে সরকারি উদ্যোগের অভাবে তীব্র শিক্ষাবিরোধী অমানবিক পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে । শুধু তো সুপ্রিম কোর্টের প্রতিই নয়,সরকারের প্রতিও জনগণের বিশ্বাস বর্তায়। দুর্নীতিমুক্ত করে যোগ্যদের চাকরি বাঁচানোর দায়িত্ব তো সরকারেরই। অথচ সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগঠিত দুর্নীতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তা না দেখার ভানে অযোগ্যদের বাঁচিয়ে সরকার টিকিয়া রাখার নিবিড় আয়োজনে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ে রাজকোষ থেকে বহু অর্থ ব্যয় করার মধ্যেই তা প্রতীয়মান । সেই দুর্নীতির সুদীর্ঘ পথ জুড়ে সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে যোগ্যদের চাকরির পথ অনেক আগেই রুদ্ধ হয়ে পড়েছে । বারেবারেই সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে । সেখানে যোগ্যদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাই দিবাস্বপ্ন মনে হয়েছে ।

২০১৬-র এসএসসি'র প্যানেলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের তীব্র বিরোধিতা পথে নেমে আসে,রোদবৃষ্টি উপেক্ষা করে দিনের পর আন্দোলন-অনশন-ধর্ণা মিটিং-মিছিলের সুদীর্ঘ প্রতিবাদ থেকে দাবি আদায়ের জীবনপণ লড়াই চলতে থাকে । মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসির নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তের ভার সিবিআইকে তুলে দিলে তাতে সুপরিকল্পিত ভাবে সংগঠিত ভয়ঙ্কর প্রাতিষ্ঠানিক নিয়োগ দুর্নীতি ক্রমশ সামনে চলে আসায় যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের মনে চাকরি পাওয়ার হাতছানি জেগে ওঠে । অথচ অযোগ্যদের চাকরি বাতিল না করে উল্টে তাদের চাকরি সুরক্ষিত করতে সরকারি উদ্যোগে অবৈধ সুপার নিউমেরি পদ সৃষ্টি করা হয় । সেক্ষেত্রে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা অচিরেই শরতের মেঘ হয়ে ওঠে, চাকরিতে যোগ্য ও অযোগ্যর অস্তিত্বের লড়াইয়ে পিছনে চলে যায়,নিঃস্ব হয়ে পড়ে । সেক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার চেয়ে তখন কর্মরতদের চাকরি বাঁচানোর প্রতি সকলের দৃষ্টিনিবদ্ধ । অযোগ্যদের চাকরি রক্ষার ঢাল হিসেবে বিপুল সংখ্যক যোগ্যের চাকরির ভার ও ধার স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের পক্ষে মানবিকতার ছদ্মবেশ ধারণ করা সহজ হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে যোগ্য-অযোগ্য সকলের স্বার্থ সুরক্ষিত করার নামে আসলে সরকার,কমিশন ও পর্ষদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভয়ঙ্কর দুর্নীতিকে আড়াল করারই সচেতন প্রয়াস জারি থাকে । সরকারি উদ্যোগে শুধু মাত্র যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখার সদিচ্ছা ছিল না, তা হাইকোর্টের নির্দেশের কার্যকরী না করা থেকেই প্রতীয়মান । গত বছর মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যখন যোগ্য ও অযোগ্যের প্রমাণ দাখিল করতে বলা হয়,তখনই নিয়োগের অস্বচ্ছতা কত গভীর, কত সুবিস্তৃত,তা সামনে চলে আসে। অথচ তা নিয়ে সরকারের সক্রিয় উদ্যোগের অভাবে যোগ্য-অযোগ্য মিলেমিশে একাকার। সেক্ষেত্রে পৃথকীকরণের অভাববোধে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গোটা প্যানেলটাই বাতিল করে দেয় এবং সুদসহ মাইনে ফেরতের কথাও বলে। সেক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগে অযোগ্যদের চাকরি বাঁচিয়ে সরকার মুখরক্ষার আন্তরিক নিবিড় আয়োজনে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের যাওয়াটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা । বিপুল সংখ্যক চাকরির প্রতি মানবিক কারণে সুপ্রিম কোর্টের সদয় দৃষ্টি ছিল সরকারের পাখির চোখ । এতবড় দুর্নীতি যে ধরা পড়ে সরকারকেই অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দেবে, ধরা পড়ার পর তা ধামাচাপা দেওয়া থেকে অযোগ্যদের চাকরি বাঁচানোর সরকারি উদ্যোগে যুদ্ধংদেহি সক্রিয় তৎপরতাতেই প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলের চক্রান্ত বলে বা হাইকোর্টের একজন বিচারপতির বাড়িতে বিপুল পরিমাণে টাকা পাওয়ার কথা তুলে ধরে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াসে দুর্নীতির সপক্ষেই সওয়াল মনে হয়।

আসলে কাউকে পাইয়ে দিলে শুধু কাউকে বঞ্চিত করা হয় না,অসংখ্যের বিশ্বাসকেই হত্যা করা হয়। সেখানে অর্থের বিনিময়ে চাকরি বিক্রির প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ফলে অযোগ্যদের চাকরি পাওয়ায় যোগ্যদের চাকরিই শুধু বাতিল হয়নি, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা আরও বেশি বঞ্চিত হয়েছেন । কেননা তাঁরা প্রায় সাত-আট বছর ধরে চাকরি পাওয়ার প্রত্যাশায় জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত, দুঃসহ দুঃস্বপ্নের শিকারে ভ্রান্তপথিক। বিশ্বাসের বাতিঘরে অবিশ্বাসী অন্ধকার নিয়ে তাঁদের বেঁচে থাকাই দায়। আবার সেখানেই শেষ নয়! সেই অবিশ্বাসী অন্ধকারে গ্রহণের ফেরে রাজ্যের পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণ-যুবক শিক্ষার্থীরাও। গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই অবিশ্বাসের হাতছানি ছড়িয়ে পড়ে । আসলে শিক্ষার সৌরভ কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে, শিক্ষকতায় আদর্শ হয়ে আলো ছড়ায়। সেই শিক্ষাক্ষেত্রেই আজ অযোগ্যদের বাঁচানোর মরীয়া প্রয়াসে আজ শুধু তা যোগ্যদেরই অশনি সংকেত হয়ে ওঠেনি, শিক্ষাক্ষেত্রটিকেও দূষিত ও কলুষিত করেছে। সেক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাজই সরকারের ভুলত্রুটি ধরে সচেতন করা,জনগণের পক্ষে সওয়াল করা, জনমত গড়ে তোলা। সরকারের দুর্নীতি বা দুর্বলতাকে ধরিয়ে দিয়ে রাজনীতি করাই বিরোধী দলের পক্ষে স্বাভাবিক । সেক্ষেত্রে সে-সবের সুযোগ না দিলেই তো তার হাতছাড়া হয়ে যায় । অন্যদিকে একের দুর্নীতি দেখিয়ে অন্যের দুর্নীতির বৈধতা লাভ করে না। বরং সেটা যে তার দুর্নীতি,তাই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয় । অন্যদিকে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে না পারলেও তা তিন মাসের মধ্যে ফেরানোর পথের দিশা দিয়েছে । শুধু তাই নয়, যোগ্যদের বেতনের টাকা না ফেরত না দেওয়ার কথা বলে যোগ্যতার মান্যতা দিয়েছে। যোগ্যদের শিক্ষকতায় সামিল করতে না পারলেও সুপ্রিম কোর্ট অযোগ্যদের চাকরি বাতিল করে শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্যতার শিক্ষাশোভন পরিসরকে রক্ষা করেছে। তাতে সরকারের স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগঠিত দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ নিয়োগ করেও যে শেষরক্ষা করা যায় না, তা সাধারণ্যে অভাবিত ঐতিহাসিক রায়েই প্রতীয়মান । আসলে বিশ্বাস যখন ভেঙে যায়,তখন সম্পর্ক আরও শিথিল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এখন অবিশ্বাসের শিকার । লেখাপড়া করে কী হবে'র প্রশ্নটি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনে ক্রমশ প্রকট হয়ে দেগে বসেছে । সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রতি বিশ্বাসের অভাবই শিক্ষায় অবিশ্বাসী আবহ রচনা করেছে সুদীর্ঘ সময় ধরে । এজন্য সরকারের সদিচ্ছার উপরেই নির্ভর করছে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বাসের বাতিঘরটির আলো কতটা ছড়াবে। সরকারের মুখে বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি বিষোদগার করলে বা প্রতিশোধের নগ্ন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে অথবা ছদ্ম করুণা দেখালে সেই বিশ্বাস আতান্তরে চলে যায়,জেগে ওঠে ভয়ঙ্কর সর্বনাশী আতঙ্ক !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা দোষী আর অপরাধী রাজনৈতিক নেতারা?

শুভজিৎ বসাক

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে বিগত ৩রা এপ্রিল, ২০২৫ একটা কালোদিন হিসাবে কুখ্যাত হয়ে থাকবে। গত বছর ২২শে এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসির ২০১৬ সালে নিয়োজিত শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মীদের যে প্যানেলকে বাতিল করেছিল তাতে কিছু পরিমার্জন করে সেই রায়কে বহাল রাখল ভারতীয় উচ্চ আদালত। একসাথে চলে গেল ২৫৭৫২ জনের চাকরি, অথচ প্যানেলের হিসাব অনুযায়ী ৬২৭৬ জন অনৈতিক ভাবে চাকরি কিনেছিল সেখানে গোটা প্যানেল বাতিল করে দেওয়া বর্তমান সময়ের নিরীখে একটা গোটা প্রজন্মকে অন্ধকার দিকে ঠেলে দেওয়া হল। এবং এও নির্দেশ দেওয়া হল যারা যোগ্য অর্থাৎ অনৈতিক ভাবে চাকরি পেয়েছেন প্রমাণিত নয় তারা নতুন নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন যা আগামী তিনমাসের মধ্যে রাজ্যকে সম্পূর্ণ করতে হবে।

আদালতের এই রায় প্রকাশের পরেই রাজ্যের শাসক ও বিরোধী সব দলই আসরে নেমেছে। বিরোধীদের বক্তব্য যে তারা যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের পাশে থাকবে এবং লড়াই চালিয়ে যাবে। একইসাথে তাদের বক্তব্য যে আদালতকে এই রায় নিয়ে যোগ্যদের স্বার্থে একটু সময় দেওয়ার আবেদন জানাবে অথচ এই আবেদন আগে করলেও সম্পূর্ণ বিষয়টি বিশদে পুনর্মূল্যায়ন করা সম্ভব হতো অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি যে জড়িয়ে ছিল তা অস্পষ্ট নয়। শাসক দল বিরোধীদের কটাক্ষ করতে বাদ রাখেনি কিন্তু এতগুলো ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে যে রাজনৈতিক চর্চা হচ্ছে তাতে অনিচ্ছাকৃত রাজনীতি প্রবেশ করছে সেটা স্পষ্ট হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বাতিল হওয়া যোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই বা সকলেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নও করে এসেছেন, তাঁদের সেই অবদানকেও স্পষ্টত অগ্রাহ্য করে শুধুই অনৈতিক রাজনৈতিক পরিসরকে বড় করে দেখা হল। আদালতের এই নিয়ে আরও বিশদে মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল। আজকাল একটু প্রভাবী ব্যক্তিবর্গ কোনোখানে অসম্মানিত হলে মানহানির মামলা দায়ের করে।

যে ৬২৭৬ জন অনৈতিক ভাবে চাকরি পেল তারাই প্রকৃত দোষী এটা সম্পর্কে আদালত স্পষ্ট হলেও বাকি যোগ্যদের সেই সাজা পাওয়া নিয়ে আজ যে যোগ্য চাকরিরত যুবক-যুবতী সব খোয়ালেন তাতে সামাজিক সম্মানও নষ্ট হল যেখানে সমাজে শিক্ষকদের জায়গা প্রথম সারিতে গণ্য করা হয় এবং তা মনে করিয়ে মানহানির মামলা করতেই পারেন তাতে অযৌক্তিক কিছু থাকে না।

সাথে যে দোষী প্রার্থীরা প্যানেলে অযোগ্য হয়েও ঠাঁই পেয়েছিল তাতে কোনও প্রভাবশালী নেতা, কর্মীদের ভূমিকা সদর্থকভাবেই ছিল সেটা স্পষ্ট হয়েছে, যার ফল ভুগতে হচ্ছে এতগুলো যোগ্য প্রার্থীদের আর সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আবারও কোনও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক চরিতার্থ নেতাদের প্রলোভনে বা আন্দোলনে পা দেওয়ার অর্থই হল তাদের ঘুঁটি হয়ে রাজ্য দখলের আগ্রাসী মনোভাবে সামিল হয়ে পড়া যার ভবিষ্যত নেই কারণ স্বার্থ মিটলে রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষকে তোয়াক্কা অবধি করে না যা তাদের এমন বহু ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

উচ্চ আদালত এবং রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের উচিৎ যেসকল নেতা, কর্মীদের কারণে রাজ্যে এই কালো দিন ঘনিয়ে এসেছে, একটা প্রজন্ম দিশাহীন হয়েছে তাদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, অর্থ সবকিছু দখল করে ওই যোগ্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া আর তাতেই তাঁদের প্রতি ন্যায় করা হবে। এই লোভী নেতাকর্মীরা বেকারত্ব ঘোঁচানোর জন্য হাজার হাজার যুবক যুবতীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের গুরুত্ব বোঝে না সাথে রাজ্যের ভবিষ্যত সম্পর্কেও ধার ধারেনি যার খেসারত হিসাবে রাজ্যকে এই দিনের মুখোমুখি হতে হলো।

রাজ্যকে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করতেই হবে, যারা নিজেদের স্বার্থে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে রাজ্যকে বিপদে ফেলেছে, তাদের কখনোই ক্ষমা করা উচিৎ নয় আর এমন কঠোর মনোভাবই সেই দৃষ্টান্ত লোভী রাজনীতিকদের জন্য নজির হয়ে থাকবে।

পেট্রোল পাম্পের কর্মী খুন : তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায় আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার শান্তিপুরের কন্দখোলায় পেট্রোল পাম্প থেকে তেল ভোরে টাকা না দিয়ে পালানোর সময় পেট্রোল পাম্পের এক কর্মীকে পিষে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩ জনকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল রানাঘাট ফাস্ট ট্র্যাক আদালত। সূত্রের খবর, গত ৮.৯.২৪ তারিখ গভীর রাতে রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগরগামী একটি মাছ বোঝাই পিকআপ গাড়ি শান্তিপুর থানার কন্দখোলা পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে ঢোকে। অভিযোগ, তেল ভরার পর টাকা না দিয়েই পালানোর চেষ্টা করলে ওই গাড়িকে বাধা দেয় পাম্পের কর্মী বিশ্বজিৎ দাস। অভিযোগ, পাম্পের ওই কর্মী গাড়িটি আটকাতে গেলে তাকে কার্যত চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় ওই গাড়ি। সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে ঘটনার ৩ দিনের মধ্যেই ঘাতক গাড়ি ও চালক সহ ৪ জনকে হাসনাবাদ থানার বসিরহাট থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার মধ্যে একজন ছিল নাবালক। আর সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার ৩ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। আর শুক্রবার দোষী ৩ জনকে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন রানাঘাট ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক মনোদীপ দাশগুপ্ত। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ১০৩ এ, ৩০৯, ৩১১ সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে খুন, প্রমাণ লোপাট সহ একাধিক মামলা।

এ বিষয়ে সরকারি পক্ষের আইনজীবী বিভাষ চ্যাটার্জি বলেন, মূলত এরা এতটাই নির্দয় ছিল সামান্য কিছু টাকার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই পেট্রোল পাম্পের ওই কর্মীকে গাড়িতে পিষে চলে যায়। তাই মহামান্য আদালতের কাছে প্রার্থনা ছিল এরা বেরিয়ে আসলে সমাজ মাধ্যমে ভুল বার্তা যাবে। সেই কারণেই মহামান্য আদালত এই ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে।

অন্যদিকে, এ বিষয়ে রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, এই ঘটনার পর আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল অভিযুক্তদের যত দ্রুত সম্ভব গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা। আমাদের পুলিশ টিম খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে সেটা করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা আদালতকে ধন্যবাদ জানাই এই রায়দানের জন্য।

আদালতের এই ঐতিহাসিক রায়ে খুশি ছেলে হারানো পিতা। মৃত বিশ্বজিৎ দাসের পিতা দুলাল দাস বলেন, আমার ছেলেকে এরা যেভাবে নিঃসংশভাবে খুন করেছে আমরা আদালতের এই রায়দানে খুশি।

ঔষধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ও ওয়াকঅফ বোর্ডের সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ৭৮৪টি ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ওয়াকঅফ বোর্ডের সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রতিবাদে শুক্রবার ধিক্কার মিছিল ও পথসভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন আউশগ্রাম ২-ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ভেদিয়া অঞ্চলে একটি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি ভেদিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে স্কুলমোড় হয়ে হাটতলায় শেষ হয়।

এদিনের এই মিছিলে ছিলেন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন, জেলা যুব নেতা সঞ্জু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বাড়ুই, ভেদিয়া অঞ্চল সভাপতি নাসিরুল শেখ সহ সাতটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি। এদিনের মিছিলে কয়েক হাজার মহিলা কর্মী সমর্থক পা মেলান। এদিনের মিছিল শেষে বিজেপিকে আক্রমণ করতে থাকে তৃণমূল নেতৃত্ব। ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন বলেন, 'বিজেপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে। ভোট এলেই ভাবে মানুষের কাছে ধর্মের সুড়সুড়ি দেব। মানুষ বুঝে গিয়েছে তারা শুধু ভাওতাবাজি করতে জানে। মানুষের যেটা সব থেকে দরকারি ঔষধ,

কোম্পানির লাভ করানোর জন্য ঔষধের দাম বাড়িয়ে দিল। ওয়াকঅফ বোর্ডের সম্পত্তি নিজেদের করে নিল। দু'দিন পরে আবার দেবত্ব সম্পত্তি দখল করে নেবে। কী ভাবে এরা যে ২৬ হাজার ছেলে মেয়ের চাকরি কেড়ে নিল, যে রায় দিল সেই আবার মোদীর কাছে গিয়ে ছবি তুলছে। আমরা কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক নিয়ে রাম নবমী পালন করব। রাম কি বিজেপির বাবার সম্পত্তি।'

যুব নেতা সঞ্জু বলেন, 'মিছিল থেকে যে ভাবে মানুষ রাস্তায় নেমেছে এই এলাকার বিজেপি নেতারা বুঝে গিয়েছে তাঁদের পাশে লোক নেই।আজকে সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া, বাচ্ছাদের দুধের দাম পঁচাত্তর টাকা, জীবনদায়ী ঔষধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।যা ইচ্ছে তাই করছে।একটা পাগলা রাজার শাসন চলছে আমাদের দেশে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বাংলার মসনদে বসবে এটা বিজেপি বুঝে গিয়েছে।'

MATRI CHHAYA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Registration No. 283/RATH/LIG of 2002 dated 11-11-2002
Registered Office : Dum Dum Central Jail Officers' Quarters No. 9, P.O.- Dum Dum, P.S.- Dum Dum, Kolkata- 700 028

NOTICE

Election of Board of Directors of the society is going to take place in the o/o JRCS, RATH Cooperation dtc, WBHIDCO BHAWAN (Ground floor), ARO has been appointed for that purpose.

Name of the members of the society:

1. Binanda Baruah & Pallavi Baruah
2. Tapas Kundu
3. Arpita Das & Hemanta Das
4. Rituparna Nag
5. Shalini Dey
6. Mausami Biswas
7. Sagnik Betal
8. Debanjali Dutta

If anybody has objection, please contact :
Apala Sarkar, CDO & ARO
Cooperation Directorate, RTAH Cell
WBHIDCO BHABAN (Ground Floor)
within 15 days of publication of this advertisement.

BY ORDER
(Apala Sarkar)

SBI Mugkalyan Branch (15272)
Vill.- Nuntia, P.O.- Mugkalyan, P.S.- Bagnan, Howrah-711312, Email ID: sbi.15272@sbi.co.in

নোটিশ

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাকেশ মাজি, পিতা : স্বপন কুমার মাঝি, অফিসের ঠিকানা: গ্রাম-গুনানন্দপুর, পোষ্টঃ -আন্টিলা, থানা-বাগনান, জেলা-হাওড়া, পিন নম্বর 711312, যিনি এসবিআই মুগকল্যান শাখার CSP হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তিনি গ্রাহকদের সাথে আর্থিক প্রতারণা করেছেন। ফলে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার চুক্তি 13/09/2024 তারিখ থেকে বাতিল করেছে এই তারিখের পর যদি কেউ উক্ত ব্যক্তির সাথে কোনো আর্থিক লেনদেন করেন, তবে ব্যাংক তার কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

ধন্যবাদান্তে,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া (মুগকল্যান শাখা)

শিক্ষিকার চাকরি যাওয়ার খবরে সহকর্মী-ছাত্রীদের মন খারাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: স্কুল নিয়মে খুলেছে, পরীক্ষাও শুরু হয়েছে, তবে স্কুলের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা, ভাতার গার্লস হাইস্কুলের এক শিক্ষিকার চাকরি চলে যাওয়ার খবর পৌঁছতেই শিক্ষিকা থেকে ছাত্রীদের মন খারাপ।

ভাতার গার্লস হাই স্কুলের ২০১৮ সালে শিক্ষিকা হিসাবে এসেছিলেন অদিতি পাঁজা। তিনি মূলত বিজ্ঞানের টিচার ছিলেন। তবে শুক্রবার যে রায় বেরিয়েছে তাতে বিদ্যালয়ে খবর আসে তার চাকরি চলে গিয়েছে। আর শুক্রবার স্কুল খুলতেই স্কুলের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। বাকি শিক্ষিকাদের মনে হাসি নেই, সকলে মনমরা।

প্রধান শিক্ষিকা ওড়চি মজুমদার জানান, অদিতি তাঁদের কাছে এক অন্য ধরনের শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি কম্পিউটার থেকে শুরু করে অংক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের সমস্ত সাবজেক্ট ছাত্রীদের দারুণ ভাবে পড়াতেন। তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে। তবে তিনি

এরকম আইনের বেড়াজালে পড়ে চাকরি হারালেন শুনেই মন কেমন করে উঠছে।

শুক্রবার গোটা স্কুল নিস্তব্ধ শব্দ হয়ে যায়। ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে এলেও তাদেরও মন খারাপ বলে জানায় বেশ কিছু বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তবে আগামী দিনে শিক্ষিকার অভাবে কী ভাবে স্কুল চলবে সেই নিয়েই চিন্তায় পড়েছেন বাকি শিক্ষিকারা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আক্ষেপ

বনস্পতি দে ● হুগলি

বুধবার, স্বামীর বাৎসরিক পারলৌকিক কাজ করার পরে স্কুলে যোগও দেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সুপ্রিম নির্দেশে কর্মচ্যুত শিক্ষিকা আবিরার জীবন ছারখার হয়ে গেল। যে শিক্ষকতা তাঁর কাছে ছিল গর্ব ও সম্মানের একটা পেশা, সেটা যে এ ভাবে অসম্মানের ধুলোয় মিশে যাবে, সেটা ভেবেই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন আবিরা। এদিন তিনি বলছিলেন, 'এক বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছি। তারপরেও তদন্ত চলাকালীন যা, যা নথি চাওয়া হয়, সব দিয়ে সহযোগিতা করেছি। অযোগ্যদের তালিকায় নাম না-থাকা সত্ত্বেও চাকরি চলে গেল।' আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'অপরাধী জানতেই পারল না, কী তার অপরাধ। ফাঁসি হয়ে গেল।'

আর পাঁচটা সাধারণ চাকরি করবেন না বলেই মহান পেশা শিক্ষকতায় নাম লিখিয়েছিলেন শ্রীরামপুরের একটি নামজাদা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষিকা, মালদার ইংলিশ বাজারের বাসিন্দা আবিরা দাস। কিন্তু মানুষ গড়ার কারিগরের এমন করুণ পরিণতি হবে, সেটা স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি। আকস্মিক ভাবে স্বামীর মৃত্যুতে চাকরিকে আঁকড়ে ধরেই চার বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে বাঁচার লড়াই করছিলেন আবিরা।

সিঙ্গুরের নালিকুলের একটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির এক অশিক্ষক কর্মী বলেন, 'মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ করার পাশাপাশি অঙ্কে লেটার পেয়েছিলাম। বন দপ্তরে কাজের সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু স্কুলে চাকরি করব বলেই অন্য চাকরিতে নাম লেখাইনি। চাকরি করার সুবাদে ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে বাড়িঘর করেছি। সমাজে একটা সম্মান ছিল। কিন্তু এ দিনের পরে বাড়ি থেকে বেরনোর রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেল।'

প্রার্থনার আগেই মুহূর্তে বদলে গেল পরিবেশ, এক স্কুলেরই ১৫ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল পোলবার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের কামদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা জিতেন টুডু। ২০১৮ সালের ১৮ এপ্রিল হারিট হাইস্কুলে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। গ্রুপ 'ডি' পিওন পদে চাকরি পান তিনি। এদিন যখন রায় ঘোষণা হয়, তখন স্কুলেই ছিলেন তিনি। রায় শুনে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন। অবস্থা বুঝে স্কুলের শিক্ষকরা তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান। পরিবার জানিয়েছে, অনটনে ধুঁকতে থাকা পরিবারে আলো জ্বালিয়েছিল ছেলের চাকরি। আদালতের নির্দেশে জিতেনের চাকরি যেতেই অন্ধকার নেমেছে আদিবাসী পরিবারে।

পুলিশের আস্থা শিবির বাঘমুণ্ডিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের পর এবার অযোধ্যা পাহাড়তলিতে জনসংযোগ কর্মসূচির আয়োজন করল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। শুক্রবার বাঘমুণ্ডি থানার ছাতাটাঁড় মাঠে অনুষ্ঠিত হয় আস্থা নামক জেলা পুলিশের জনসংযোগ।

এদিন আস্থা প্রকল্পের মাধ্যমে ওই মাঠে স্বাস্থ্য শিবির সহ রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের শিবির আয়োজন করা হয়। সরকারি প্রকল্পগুলির সুফল মানুষ সঠিক ভাবে পাচ্ছে কি না এবং সেই প্রকল্পগুলি মানুষের পাশে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে জেলা পুলিশের এটি একটি ঐকান্তিক প্রয়াস বলে জানা গিয়েছে। অযোধ্যা পাহাড়তলির বাঘমুণ্ডি থানার প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে শয়ে শয়ে মানুষ জেলা পুলিশের আস্থা শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা বিভিন্ন সমস্যাগুলি লিখিত আকারে জেলা পুলিশের আস্থা ক্যাম্পে জমা দেন। সমস্যাগুলি সমাধানের আশ্বাস দেন জেলা পুলিশ।

জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের মধ্য দিয়ে সাফ জানিয়েছেন যে সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কেউ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাদের চিহ্নিত করে পুলিশের সহায়তা নিতে। উন্নয়নে আমাদের অঙ্গীকার রয়েছে, যারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে বাধ্য হবে পুলিশ। পুলিশ সুপার জানান, সরকারি প্রকল্পগুলি থেকে যারা বঞ্চিত তাদের পরিষেবা দিতে সমস্ত দপ্তর থেকে টেবিল করা হয়েছিল। অনেক সমস্যার অভিযোগ পড়েছে। খতিয়ে দেখা হবে। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অপারেশন)যোধাবর অভিনাস ভীম রাও, ঝালদা মহকুমা শাসক রাখি বিশ্বাস, ঝালদা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌরব ঘোষ, বলরামপুরের সিআই তথা বাঘমুণ্ডি থানার ইনচার্জ বাপ্পা মিত্র, বাঘমুণ্ডি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আর্য তা সহ একাধিক জেলা পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকগণ।

সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে মুখ খুললেন নদিয়ার রাজবধূ অমৃতা রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে এবার মুখ খুললেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন পরাজিত বিজেপি প্রার্থী তথা রাজবাড়ির রাজবধূ বিজেপি নেত্রী অমৃতা রায়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আজ দিশেহারা ২৫ হাজার ৭৫২ জন। আর এরই মধ্যে বিস্ফোরক মন্তব্য রাজবধূ অমৃতা রায়ের। এ বিষয়ে তিনি জানান, যেটা হয়েছে সেটা হওয়ারই ছিল। যার যোগ্যতা আছে সে চাকরি পাবে না আর যার যোগ্যতা নেই সে টাকা দিয়ে চাকরি পাবে এটা ঠিক কথা নয়। টাকা দিয়ে চাকরি নেওয়াটা উচিত হয়নি বলেই মন্তব্য করলেন অমৃতা দেবী। একদিন না একদিন সত্যটা প্রকাশ্যে আসতই

আর সেটাই এসেছে। কিন্তু কি হবে এতগুলো লোকের ভবিষ্যৎ এই বিষয়ে রানিমা জানান, কোর্টের রায় সেটা মেনে নিতেই হবে। কার দোষ কার গুণ সেসব ভেবে লাভ নেই তবে এটা ভুল হয়েছে। অনেক গরিব মানুষ আছেন, তারা তাদের কষ্টের টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। কিন্তু তারা ভুল পথে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। ব্যাক ডোর দিয়ে এই সিস্টেম কেন চালু করা হয়েছে এটাই প্রশ্ন রানিমার।

তৃণমূলের পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে উত্তরপাড়ার বলাকা থেকে উত্তরপাড়া জিটি রোডের বড় গেট পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল। লন্ডনে সিপিএম ও বিজেপির অপমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ও জীবনদায়ী ওষুধের অত্যাধিক দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের এই পদযাত্রা উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পুরসভার সিআইসিরা কাউন্সিলররা ও টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পুরসভার

সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সহ তৃণমূলের কর্মীরা ও নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রাজ্যে যখন ২৬ হাজার শিক্ষক চাকরি হারিয়ে পথে বসেছেন, তখন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলি এই ইস্যুতে আক্রমণ শানাচ্ছে, তখন শুক্রবার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে উলুবেড়িয়া ২ বিডিও অফিস থেকে রাজাপুর পর্যন্ত মিছিলে পা মেলাল হাজার চারেক তৃণমূল কর্মী। বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজির নির্দেশ মতো এই মিছিল বলে জানিয়েছেন উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা লঘু সেলের চেয়ারম্যান শেখ ইলিয়াস। উপস্থিত ছিলেন এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস, তৃণমূল নেতা শুভজিৎ সাহা, সুরজিৎ মণ্ডল, পিন্টু মণ্ডল প্রমুখ। তবে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বেশি।

পড়ুয়াদের কথা ভেবে স্কুলে হাজির চাকরিহারারাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের কারণে যে স্কুলে বেশি সংখ্যক শিক্ষকরা চাকরিহারা হয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম রিষড়ার উচ্চ বিদ্যাপীঠ ইউনিট টু হিন্দি মাধ্যম স্কুল। কার্যত শুক্রবার থেকেই নিতে হবে না ক্লাস, পাবেন না বেতনও। কিন্তু ওই কচিকাঁচাগুলোর সঙ্গে যে চিরন্তন ভালোবাসার সম্পর্ক, তা নিয়মের বেড়াজালে আটকানো যায় না। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্পষ্ট হয়ে যায়, 'চাকরিটা আর নেই।' খুদেদের শিক্ষার আলো দেখানোর দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, তাঁরাই চাকরি থেকে 'বহিষ্কৃত'। গৌণ হয়ে যায় টাকাও। তাইই প্রমাণ করলেন রিষড়া বিদ্যাপীঠ হিন্দি স্কুলের চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

আদালতের রায়ে এক লহমায় বদলে গিয়েছিল গোটা বিদ্যালয়ের চিত্র। ১৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ১২ জনই চাকরি হারিয়েছেন। স্কুল চালানোই দায়। যার মধ্যে ইংরেজি শিক্ষক রয়েছেন তিন জন , ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক রয়েছেন দু'জন, ইতিহাসের দু'জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একজন, ভূগোলের একজন ও জীবন বিজ্ঞানে দু'জন শিক্ষক।

শুক্রবার নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলের দরজা খোলে। হাজির হয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা। এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ২৫০০। পড়ুয়াদের কথা ভেবে স্কুলে হাজির হলেন সদ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। সল্টলেক থেকে রোজ রিষড়া স্কুলে আসেন ইতিহাসের শিক্ষক দেবদত্তা বৈদ্য। কর্মস্থলে এসে বলেন, 'প্রতিদিন স্কুলে আসি, পড়ুয়াদের ক্লাস নিই। আমি বাড়িতে বসে থাকতে পারিনি। অনেকে অনেক কথা বলেছে, কিন্তু আমি শুনিনি। শুধুমাত্র ছাত্রদের ভালবেসে আজ আমি স্কুলে এসেছি। কোনও পারিশ্রমিক হয়ত পাবো না। কিন্তু ওদের ভালোবাসাটা পাবো। সেটা অমূল্য।'

চাকরিহারা অন্য এক শিক্ষক রাজু পাণ্ডে বলেন, 'ছ'বছর ধরে এই স্কুলে আসছি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ওদের সামনেই পরীক্ষা রয়েছে, যদি ওদের মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে চলে যাই, তা হলে নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। আমরা নিজেই আজ স্কুলে এসেছি পড়াতে। সবকিছু টাকা দিয়ে হয় না। ভালোবাসার কাছে কোনও সময় পরাজিত হয় টাকা।'

এত শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক রোশন কুমার মাল। তিনি বলেন, 'ক্লাস নিতে যেমন সমস্যা হচ্ছে, তেমনই সরকারি প্রকল্পগুলোর কাজেও সমস্যা হবে। আমি অনুরোধ করেছি, এই গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসুন।' তিনি জানান, আরামবাগ, তারকেশ্বর, সিঙ্গুর-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানে পড়ুয়ারা আসে। স্কুল যদি বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে ছাত্রছাত্রীরা কোথায় যাবে? ৮ই এপ্রিল এই স্কুলের পড়ুয়াদের পরীক্ষা রয়েছে। আপাতত ক্লাসগুলোকে একসঙ্গে করে পড়াশোনা চালানো হচ্ছে।

তবে ক্লাস কি নিয়মিত হবে? চিন্তায় অভিভাবকরাও। অভিভাবক বিনোদ শর্মা বলেন, 'এই পরিস্থিতি দেখে খুব দুঃখ হচ্ছে। আমাদের করারও কিছু নেই, আদালত যা নির্দেশ দিয়েছে তাতে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি। কিছু শিক্ষক পড়াশোনা করাচ্ছেন। কিন্তু তাতে কী হবে ? যদি ঠিকমতো ক্লাস না হয়।'

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি-তথা-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল - sbi.10263@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী দেব কুমার পাল** **শ্রীমতি অপর্ণা পাল** স্বামী দেব কুমার পাল **উভয়ের সাকিন :** ৭/২, অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জি লেন, কদমতলা, হাওড়া ৭১১১০১। **উভয়ের বসবাস** ফ্ল্যাট নং 3I ৪র্থ তল, ৫৯, আলা মোহন দাস রোড, থানা : জগাছা, বর্তমানে দাসনগর, হাওড়া : ৭১১১০৫। **শাখা :** **এসবিআই হাওড়া শাখা** **লোন অ্যাকাউন্ট :** **৪১০৬০৯২৭১৭৬ (এইচবিএল)** **এবং** **৪১০৬০৯২৭৩৬৯ (সুরক্ষা)।**	**অংশ -২** **(সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি)** **(ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং 3I পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি **৭৫৪ বর্গফুট** ২২ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ৪র্থতলে, সুদৃশ্য টাইলসের মেঝে এবং লিফট সুবিধা এবং সকলের ব্যবহারের জায়গা ব্যবহারের সুবিধা সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির পরিষেবা এবং যথাযথ ভাগ অংশ ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ **১৯ কাঠা ১৫ ছটাক ৪৪ বর্গফুট** অবস্থিত মৌজা : বালটিকুরি, আরএস দাগ নং ৩১৫২, ৩১৫৩ এবং ৩৭৬১, এলআর দাগ নং ৩১৫২/৩৮৩২, ৩১৫৩, এবং ৩১৫৪/৩৭৬১, আরএস খতিয়ান নং ১৫৪৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৩১০, ১২৩১১, ১২৩১২, ১২৩১৪, ১২৩১৫, ১২৭৯২ এবং ১২৭৯৩, জেএল নং ১০১, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৯, আলা মোহন দাস রোড, থানা : জগাছা, বর্তমানে দাশ নগর, জেলা : হাওড়া, হাওড়া পৌর নিগমের অধীন ওয়ার্ড নং ৫০, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার -ডোমজুড়। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** সিঁড়ি; **পশ্চিমে :** হোল্ডিং নং ৩এইচ। **সম্পত্তি শ্রী দেব কুমার পাল এবং শ্রীমতি অপর্ণা পাল এর নামে, উল্লেখ্য দলিলনং ০৫০১০৩৮৪০-২০২২ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০১-২০২২, পৃষ্ঠা ১৪০৩৭৮ থেকে ১৪০৪১২,ডিএসআর-১, হাওড়া অফিস, পশ্চিমবঙ্গ।**	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২০.০২.২০২৫ এনপিএ তারিখ ১০.০২.২০২৫	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৪১০৬০৯২৭১৭৬ (এইচবিএল) এবং ৪১০৬০৯২৭৩৬৯ (সুরক্ষা) ২৩,১১,০১৯.০০ টাকা (তেইশ লাখ এগার হাজার উনিশ টাকা) ২০.০২.২০২৫ **অনুযায়ী** আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৫.০৪.২০২৫
স্থান - হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, তেঁতুলবেরিয়া শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৫৬,৩৮,৮৯৭.৯১ টাকা** (ছাপান্ন লাখ আটত্রিশ হাজার আটশ সাতানব্বই টাকা এবং একানব্বই পয়সা) ০৩.১২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স ওয়েলফেয়ার মেডিকেল সিস্টেমস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শ্রী পিনাকী সাহা রায়,** ৯৪, ড. বি আর আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **১. মেসার্স ওয়েলফেয়ার মেডিক্যাল সিস্টেমস (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী পিনাকী সাহা রায়** ৯৪, ডা. বি আর আম্বেদকার রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৪। **২. শ্রী পিনাকী সাহা রায় (ঋণগ্রহীতা)** পিতা শ্রী গুণধর সাহা রায়, ৯৪, ডা. বি আর আম্বেদকার রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৪। **৩. পিনাকী সাহা রায়-প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায় এর আইনি উত্তরাধিকারী (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী যোগেন্দ্র নাথ সাহা রায়, ৯৪, ডা. বি আর আম্বেদকার রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৪। **৪. শ্রীমতি মমতা সাহা রায় (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা),** স্বামী শ্রী গুণধর সাহা রায়, ৯৪, ডা. বি আর আম্বেদকার রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৪। **৫. শ্রীমতি কৃষ্ণা সাহা রায় (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী পিনাকী সাহা রায়, ৯৪, ডা. বি আর আম্বেদকার রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৪। **৬. শ্রীমতি মমতা সাহা রায় (প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায় এর আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায়, ৯৪, ডা. বি আর আম্বেদকার রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৪। **৭. শ্রীমতী দোলা মজুমদার (প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায় এর আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা প্রয়াত শ্রী গুণধর সাহা রায়, ৯৪, ডা. বি আর আম্বেদকার রোড, নতুনপাড়া গড়িয়া, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৪। খ) **তেঁতুলবেড়িয়া শাখা।**	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৯ বর্গফুট এবং তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাণ ৯৫৭ বর্গফুট পশ্চিম দিকে জমির (গুণধর সাহা রায় কে দান প্রদত্ত জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১১ ছটাক - ৫ কাঠা ১০ ছটাক ৩৯ বর্গফুট থেকে দান দলিল দ্বারা নং : ১৬২৯০৩৩৭২-২০১৭) মৌজা : কান্দর্পপার বোয়ালিয়া, জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ৩৮০, আরএস দাগ নং ৮১ (অংশ), এলআর দাগ নং ৯৩ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ২৮৫, এলআর খতিয়ান নং ২০৯৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধিক্ষেত্রে, থানা : সোনারপুর, এডিএসআরও : আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ১৮৪৫-১৯৭৫, সম্পত্তি **মমতা সাহা রায়,** স্বামী গুণধর সাহা রায়, এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক; দক্ষিণে : গুণধর সাহা রায়ের সম্পত্তি; পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক; পশ্চিমে : প্লট একই আরএস দাগ নং ৮১(অংশ)। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ১১ ছটাক কমবেশি মৌজা : কন্দর্পপুর বোয়ালিয়া,জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ৩৮০, আরএস দাগ নং ৮১(অংশ), এলআর দাগ নং ৯৩ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ২৮৫, এলআর খতিয়ান নং ২০৯৭, স্থানীয় রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৬, হোল্ডিং নং ৫১৬, থানা : সোনারপুর, জেলা সাব রেজিস্ট্রার -আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার -গড়িয়া, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দান দলিল নং ১৬২৯০৩৩৭২-২০১৭, **সম্পত্তি গুণধর সাহা রায়** পিতা যোগেন্দ্রনাথ সাহা রায় এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক; দক্ষিণে : প্লট একই আরএস দাগ নং ৮১(অংশ) ; পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক ; পশ্চিমে : প্লট একই আরএস দাগ নং ৮১(অংশ)।	**৫৬,৩৮,৮৯৭.৯১ টাকা** (ছাপান্ন লাখ আটত্রিশ হাজার আটশ সাতানব্বই টাকা এবং একানব্বই পয়সা) **০৩.১২.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**সম্পত্তি -১** ক) **৫৭,১২,০০০.০০ টাকা (*)** (সাতান্ন লাখ বারো হাজার টাকা) খ) **৫,৭১,২০০.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ একাত্তর হাজার দুশো টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50416857553A** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত** **সম্পত্তি -২** ক) **৪৩,৫৮,০০০.০০ টাকা (*)** (তেতাল্লিশ লাখ আটান্ন হাজার টাকা) খ) **৪,৩৫,৮০০.০০ টাকা** (চার লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50416857553B** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৬.০৪.২০২৫ থেকে ২০.০৫.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০৫.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০১.০৩.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিজেপি ও বামেদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ২০১৬ সালে রাজ্যে এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ গিয়ে পৌঁছয় আদালত পর্যন্ত। ২০২৪ সালে আদালতের নির্দেশে রাজ্যে যোগ্য এবং অযোগ্যদের বাছাই করার নির্দেশ দেওয়া হলেও সেই নির্দেশমতো কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। এদিকে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে এই অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত নির্দেশ দেয় ওই সময় নিয়োগ হওয়া সমস্ত শিক্ষকদের চাকরি বাতিল করতে হবে। এছাড়াও ৩মাসের মধ্যে ফের পরীক্ষা দিয়ে যারা যোগ্য তাদের ফের কাজে যোগদান করানো হবে। অর্থাৎ প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের

চাকরি বাতিল করা হয়েছে। এরপরেই রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামে বিরোধীরা। সেইমতো শুক্রবার দুপুরে কাঁকসার বিজেপি কর্মীরা কাঁকসার মিনি বাজারে পানাগড় মোড় গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

এদিন রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন বিজেপির রাস্তা অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ পানাগড় মোড় গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের উঠিয়ে দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। এদিন এই কর্মসূচিতে ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা, গলসি ৬নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রশান্ত রায়, পঞ্চায়েত সদস্য পঙ্কজ জয়সওয়াল, যুব মোর্চার নেতা নেপাল মজুমদার, মীরা মণ্ডল, অভিজিৎ চন্দ্র, জয়দেব সরকার, শচীন বিশ্বাস, রাজীব রায় সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে শুক্রবার বিকেলে পানাগড় বাজার থেকে একই ইস্যুতে বামেদের বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পানাগড় বাজারের দলীয় কার্যালয় থেকে প্ল্যাকার্ড পোস্টার হাতে নিয়ে মিছিল করেন বামেরা। মিছিল পানাগড় বাজার সহ স্টেশন রোড ঘুরে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে শেষ হয়। সেখানেই পথসভা করেন বাম কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই কর্মসূচিতে জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই মিছিল থেকে ও পথসভা থেকে রাজ্যজুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানান সকলে।

জিআই তকমা পাওয়া মালদার লক্ষ্মণভোগ, হিমসাগর এবং ফজলি এবার পাড়ি দেবে বিদেশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দেশের গুন্ডি ছাড়িয়ে এবার মালদার আম পাড়ি দিচ্ছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো একাধিক দেশে। স্বাধে গন্ধে অতুলনীয় জিআই তকমা পাওয়া মালদার তিন প্রজাতির আম লক্ষ্মণভোগ, হিমসাগর এবং ফজলি পাড়ি দেবে বিদেশের মাটিতে। এবছর ৫০০ থেকে ১০০০ টন আম জাপান কোরিয়ার মতো দেশে রপ্তানি করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তবে মালদায় ভিএসটি মেশিন না থাকায় কিছুটা হলেও সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে কেন্দ্রীয় রপ্তানিকারক সংস্থা এ্যাপেডাকে। কেন্দ্রীয় এই সংস্থার দাবি এই কারণে জাপান এবং কোরিয়ার মতো দেশে রপ্তানি করার আগে মালদার আম উত্তরপ্রদেশে পাঠানো হবে। সেখানেই ভিএসটি মেশিনের মাধ্যমে আমের গুণগতমান সঠিক হলেই উড়ান পরিষেবা বা কন্টেনার করে জাপান বা কোরিয়ার মতো দেশে পাড়ি দিবে মালদার এই আম।

শুক্রবার দুপুরে এই বিষয়ে মালদা শহরের আইটিআই কলেজ সংলগ্ন একটি বেসরকারি লজে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে আম ব্যবসায়ী এবং চাষি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিকরা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থার এ্যাপেডার কর্মকর্তারা। সেই সঙ্গে মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাহুতি ইন্দ্র, হর্টিকালচার বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক, আইসিএআর সিআইএসএইচের বৈজ্ঞানিক দীপক নায়েক, মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা সহ অন্যান্যরা।

সেন্ট্রাল হর্টিকালচারের ফুড অ্যান্ড ভেজিটেবিল ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সঞ্জীব সাহা জানিয়েছেন, এই প্রথম মালদার আম, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় রপ্তানি করা হবে। এছাড়াও ইউরোপের নতুন দুটি দেশ জার্মান এবং বেলজিয়ামে যাবে মালদার জিআই তকমা প্রাপ্ত হিমসাগর, ফজলি এবং লক্ষ্মণভোগ আম। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার আগে এইসব আমের গুণগত মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক মেশিনের প্রয়োজন রয়েছে। যেটি উত্তরপ্রদেশে রয়েছে। সেখানে আমের গুণগতমান যাচাইয়ের পর ক্লিয়ারিন সার্টিফিকেট মিলবে। তারপরেই বিদেশের বাজারে যাবে মালদার আম। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের রপ্তানিকারক সংস্থা এ্যাপেডা মালদার আম জাপান, কোরিয়া সহ ইউরোপের আরো নতুন বেশ কিছু দেশে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানিয়েছেন, মালদা আম বিগত দিনে ইউরোপে এবং আফ্রিকার বাজার ধরেছে। কিন্তু নতুন করে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া সহ ইউরোপের আরও বেশ কয়েকটি দেশে মালদা আম রপ্তানি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে করে বাণিজ্যক্ষেত্রে আর্থিকভাবে মালদার আম চাষি ও ব্যবসায়ীদের ভীত অনেকটাই শক্ত হবে।

ভারতবর্ষে রাম কারও একার নয়, সবার, প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে বার্তা ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: জীবনদায়ী ওষুধ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে জামালপুরে বৃহত্তর প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুক্রবার জামালপুর ব্লকের ছয়টি অঞ্চল একত্রিত হয়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

মিছিলটি চৌবেরিয়া পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে ভেরিলি ব্রিজে গিয়ে শেষ হয়। জানা যায় প্রায় ৫০০০ কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি ছিলো মিছিলে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা ও অঞ্চল সভাপতি প্রমুখ।

বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। জীবনদায়ী ওষুধের দাম এমনভাবে বেড়েছে যে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা করানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ দিশেহারা। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানান, 'দলনেত্রীর নির্দেশ আমাদের কাছে চূড়ান্ত। তিনি যে নির্দেশ দেন, আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই শুক্রবারের এই প্রতিবাদ মিছিল। তিনি এইদিন আরও বলেন, আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই কিন্তু মোদি সরকার যে কোনও সময় অশান্তি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চক্রান্ত করছে তার কোনো ঠিক নেই। আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে। তারা রামনবমী উল্লেখ করে অশান্তি করতে চাইছে বাংলায়। রামনবমী আমরাও করতে পারি ভারতবর্ষের বুকে রাম কারও একার নন রাম মুসলমানেরও।'

মিছিল শেষে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রভাবে বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর বিরাট চাপ পড়েছে। জীবনদায়ী ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম যেভাবে বাড়ানো হয়েছে, তা মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন করে তুলেছে। তাই মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে আমরা রাজপথে নেমেছি।' তিনি আরও বলেন, 'না বছরে দু'কোটি বেকার চাকরি পেয়েছে, না প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা এসেছে। বাংলার মানুষ আর এই ভাঁওতাবাজি সরকারকে চায় না।'

সিউড়ি ভারত সংঘের পরিচালনায় ৩৫তম বর্ষে বাসন্তী পুজো।

চাকরি হারানো দম্পতির ঘরে কান্নার রোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: একই সময়ে শিক্ষক হিসাবে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রী, আর এক সঙ্গেই চাকরি হারালেন দু'জনে। উভয়েরই বৃদ্ধ বাবা মা রয়েছেন। দুটি পরিবার শিক্ষক দম্পতির উপরই নির্ভরশীল ছিল। স্বামী স্ত্রীর সার্ভিস লোন রয়েছে কুড়ি লক্ষ টাকা। চাকরি হারিয়ে পরিবারে এখন শুধুই কান্নার রোল। হতভাগ্য এই দম্পতি হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা দু'নম্বর ব্লকের ধামকুড়া গ্রামের বাসিন্দা শান্তিনাথ ভুঁইয়া ও তার স্ত্রী রুবি চোঙ্গদার। শান্তিনাথ হুগলি জেলার শ্যামবাজার গোপালচন্দ্র সেন হাইস্কুলের ফিলোজফির শিক্ষক ছিলেন। আর রুবি হুগলিরই গোঘাট ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে শিক্ষকতা করতেন। শান্তিনাথ বাবুর বৃদ্ধ মা পদ্মা ভুঁইয়ার দাবি, সরকার দ্রুত গুরুত্বসহকারে বিষয়টি দেখুক তা না হলে আগামী দিনে কি হবে আমরা জানি না। তবে শিক্ষক দম্পতির উভয়েরই দাবি, আমরা দু'জনেই যোগ্য শিক্ষক।

চৈত্র মাসে সর্বধর্মের মহামিলনের বাঁকুড়ার তীর্থক্ষেত্র কড়িশুন্ডা গ্রাম

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● ইন্দাস

এবছর রমজান মাসের জন্য এবার বাঁকুড়ার ইন্দাসের করিশুন্ডা গ্রামে সৈয়দ শাহ হুসাইন কেরমাণি (রহমত উল্লাহ আলাইহে) সাহেবের পবিত্র উরুষ উৎসবের নির্ধারিত দিন ১২ চৈত্রর পরিবর্তে ২০ চৈত্র অনুষ্ঠিত করা হল। প্রতি বছর ১২ চৈত্র সর্বধর্মের মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার কড়িশুন্ডা গ্রাম। কিন্তু এবারই তার ব্যতিক্রম ঘটলো। তবে দিন পরিবর্তন হলেও পবিত্র ঊরুষ উৎসবের যোগদান করার ক্ষেত্রে মানুষের উৎসাহের কোন ভাটা দেখা যায়নি। এদিন দূর-দূরান্ত থেকে কয়েক হাজার ভক্ত ছুটে আসেন সৈয়দ শাহ হুসাইন কেরমাণি (রহমত উল্লাহ আলাইহে) সাহেবের পবিত্র উরুষ উৎসবে যোগ দিতে। এদিন রাতভর চলে জলসা। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ঈসাই সব ধর্মের মানুষ বাবা হোসেন কোরমাণির মাজারে এসে মনবাসনা জানান। তার আগে বাবার চাদর মাথায় নিয়ে করিশুন্ডা গ্রাম পরিক্রমা করেন ভক্তরা। রীতির এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে শতাব্দী পার করে। বাবা সৈয়দ শাহ হুসাইন কেরমাণির এই জলসা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করে এসেছেন সৈয়দ পরিবারের সৈয়দ শামসুল হুদা (রহমত উল্লাহ আলাইহে) সাহেব। এরপর মহামিলনের এই জলসার হাল ধরেছেন করিশুন্ডা দরবার শরিফের আলহাজ্জ সৈয়দ রুহুল হুদা সাহেব। ১৯৯১ সালে প্রয়াত পীরজাদা সৈয়দ শামসুল হুদা (রহমত উল্লাহ আলাইহে) সাহেবের একটি মাজার তৈরি করা হয়েছে করিশুন্ডা গ্রামে। শামসুল হুদা সাহেবের ভক্তরাও সেখানে এসে বাবার মাজারে চাদর চরিয়ে মনস্কামনা জানান। এক্ষেত্রেও সব ধর্মের মানুষরাই বাবার মাজারে হাজির হয়েছিলেন তাই ধর্মীয় কোনও ভেদাভেদ

এই সৈয়দ পরিবার রাখেনি।

পীরজাদা সৈয়দ নুরুল্লাহ কোরমানি জানান, আজ এই ধর্মীয় সভা জলসায় অংশগ্রহণ করতে এবং শান্তির বার্তা দিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫-২০ হাজার মানুষ কড়িশুন্ডায় উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন 'প্রতিবছর ১২ চৈত্র আমাদের উরুষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এবছর রমজান মাসের জন্য তারিখ পরিবর্তন করে ২০ ই চৈত্র অনুষ্ঠিত হল। আমাদের পূর্বপুরুষ সৈয়দ শাহ হোসেন কেরমাণি (রহমত উল্লাহ আলাইহে) কড়িশুন্ডায় এসেছিলেন বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে। তিনি ইরান দেশের কেরমান শহর থেকে এখানে এসেছিলেন'। বাবা কেরমাণি সাহেবের এই কড়িশুন্ডা গ্রামে প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে রয়েছে একটি কাহিনি। যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বংশ। কথিত রয়েছে, ১৫০০ শতাব্দীর কোনো এক সময় ইরানের কেরমাণ শহর থেকে পরিব্রাজক হিসাবে বাবা সৈয়দ শাহ হোসেন কেরমানি এই কড়িশুন্ডা গ্রামে আসেন। তখন এই গ্রামেই তিনি কিছুদিন বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়ে আস্তানা গাড়েন। তখন ইন্দাসের এই অঞ্চল ছিল জনমানবহীন।

ধার দেনা করে অটো কেনার পরে গাড়ি চালাতে বাধা, রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কথায় ধার দেনা করে অটো কিনেছিলেন এখন গাড়ি চালাতে দেওয়া হচ্ছে না, অভিযোগ তুলে রাস্তায় শুয়ে অবরোধ শ্রমিকদের। রাস্তায় গাড়ি চালানোর দাবিতে উত্তর ২৪ পরগনা গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর রামচন্দ্রপুর রোডের কাঠালতলায় রাস্তায় শুয়ে বসে অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। তাদের দাবি, তারা ২০- ২৫ বছর ঠাকুরনগর রামচন্দ্র পুর ঠাকুরনগর পাঁচপোতা রোডে লোকের গাড়ি চালাচ্ছেন। সম্প্রতি তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কথায় কেউ লোন তুলে কেউ বা ধার দেনা করে নতুন গাড়ি কিনেছেন। অবরোধকারীদের দাবি, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষ পুরনো সেই কমিটে ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করেছে, তারা এখন বলছে কোনও নতুন গাড়ি চলতে দেওয়া হবে না। গাড়ি চালাতে গেলে টাকা দিতে হবে। বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন গাড়ি চালাতে না দিলে তারা গাড়ির টাকা কি করে শোধ করবেন। তারা চাইছেন তাদের গাড়ি চালাতে দিতে হবে।না হলে অবরোধ তুলবে না। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গাইঘাটা

থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় অবরোধকারীরা। এই বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ ঘোষ বলেন, আমাকে ওখান থেকে ছয়টি গাড়ি চালানোর জন্য চিঠি করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ বা কারা ১৩ টি গাড়ির উদ্বোধন করে। অলরেডি ওখানে চল্লিশটি গাড়ি চলছে। এত গাড়ির অনুমোদন দিলে তাদের রুটি রুজিতে প্রবলেম হবে। আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে।

অনলাইন জালিয়াতির টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগুলা পঞ্চায়েত এলাকার চন্দ্রের ডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা বাসন্তী ঘোষ গত ২০২৪ সালে অনলাইন জালিয়াতির শিকার হন। ব্যাংক থেকে খোয়া যায় তার বেশ কয়েক হাজার টাকা।

সেই মুহূর্তে বাসন্তী দেবী লাউ দোহার ফরিদপুর থানায় গত ১১-১২- ২০২৪ সালে লাউ দোহা থানায় অনলাইন জালিয়াতের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান অনলাইন জালিয়াতির দ্বারা প্রায় ১০৯০০ টাকা প্রতারিত হয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। তদন্ত নেমে থানার এসআই স্বপন নন্দী অনলাইন জালিয়াতির শিকার মহিলার ১০৯০০ টাকা উদ্ধার করে শুক্রবার থানায় সেই মহিলার হাতে ১০৯০০ টাকার চেক তুলে দেন। খোয়া যাওয়া টাকা ফিরে পেয়ে খুশি বাসন্তী দেবী লাউ দেয়ার ফরিদপুর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

ছ'জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলে পরীক্ষা পরিচালনায় চরম সমস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইন্দাস হাই স্কুলে শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে পরীক্ষা, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্কুলের ছয় জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে, পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে চরম সমস্যায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এ রাজ্যের ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের ইন্দাস হাই স্কুলের ৬ জন । এদের মধ্যে পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন এবং একজন ল্যাবেরেটোরি অ্যাটেনডেন্ট। ইন্দাস হাই স্কুলে ক্লাস ফাইভ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আর এই পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে এমনটাই দাবি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের।

ইন্দাস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহদেব মণ্ডল বলেন, 'আমার ছয় জন সহকর্মীর চাকরি খোয়া গিয়েছে এর জন্য আমি মর্মাহত। তবে এই মুহূর্তে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তেমনি আগামী দিনে স্কুলে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হবে।' বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা জানাচ্ছেন, শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সমস্যা তৈরি হবে তাই সরকারের কাছে অনুরোধ স্কুলে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

রাস্তা তৈরিতে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দেও না হওয়ায় প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের ডোঙ্গালন থেকে মঙ্গলপুর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা বেহাল। পথশ্রী প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় এক কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, বোর্ড পড়েছে রাস্তা হয়নি এবার সেই রাস্তায় ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গতরাতে ইন্দাস ব্লকের পাতালদিঘি বিহার থেকে একটি ট্রাক্টর করে ১২ থেকে ১৪ জন বাসিন্দা গয়লা পুকুরে জলসা অনুষ্ঠান দেখতে যায়। রাত্রি আনুমানিক একটা দেড়টা নাগাদ ট্রাক্টর করে মঙ্গলপুর থেকে ডোঙ্গালন যাবার যে বেহাল রাস্তা সেই রাস্তা বরাবর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঠিক তখনই ভূড়বান্ধি সংলগ্ন এলাকায় বেহাল রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরটি উল্টে যায়। প্রত্যেকেই ট্রাক্টরের তলায় চাপা পড়ে। কিছু জন প্রাণী বাঁচলেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শেখ হোসেন নামের ৩৬ বছর বয়সী এক ব্যক্তির গুরুতর আহত হয় ৬জন। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা। আহতদের এবং মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। পাশাপাশি একজনের অবস্থার অবনতি হলে তাকে রেফার করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে। সমগ্র ঘটনার প্রতিবাদে গয়লাপুকুর, পাতালদিঘি, মঙ্গলপুর সহ বেশ কয়েকটি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা সাহসপুর বাজার মোড়ে রাস্তায় বসে পথ অবরোধ করে। গুরুত্বপূর্ণ এই পথ অবরোধে যানজট পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিক্ষোভ কারীদের দাবি অবিলম্বে এই রাস্তা তৈরি করতে হবে। বারংবার দুর্ঘটনা ঘটছে তার পরেও সচেতন হচ্ছে না প্রশাসন। দীর্ঘ আড়াই তিন ঘন্টা বিক্ষোভের পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইন্দাস থানার পুলিশ। পুলিশি আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।

ফের জামুড়িয়া বাজারে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: গত মার্চ মাসের ১৬ তারিখ শনিবার গভীর রাতে জামুড়িয়া বাজার এলাকায় একটি কাপড়ের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঠিক সেই রকমই ঘটনা ঘটল আরও একবার শুক্রবার সকাল ৮ঃ৩০ টা নাগাদ জামুড়িয়া বাজারের একটা নামীদামি কাপড়ের দোকানে শর্ট-সার্কিটের কারণেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে এমনটাই মনে করা হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরো দুটি দোকানেও। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে দমকলের ছটি ইঞ্জিন আসে।

আগুনের তীব্রতা এতটাই ভয়ানক যার কারণে দমকল বিভাগের কর্মীদের প্রচণ্ড পেতে হয় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। এই দিনের ঘটনায় জামুরিয়াবাসীরা এলাকায় দমকল বিভাগের একটা অফিসের দাবি করেন আরও একবার। দমকল বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে ছিলেন জামুরিয়া থানার পুলিশ আধিকারিকরাও। এছাড়াও ছিলেন এলাকার জনপ্রতিনিধিরা।

গত মাসের মতোই আগুন লাগে জামুড়িয়া মার্কেটের একটি নামীদামী কাপড়ের দোকানে। আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয় জামুরিয়াবাসী। জামুরিয়া বাজার এলাকার বাসিন্দা ঘনশ্যাম প্রসাদ জয়সওয়াল বলেন, জামুড়িয়া বাজারের মতো সংকীর্ণ এলাকায় ভবিষ্যতে এই ধরনের বড় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় ফায়ার সার্ভিসের অফিস তৈরি করা হোক। দীর্ঘদিন ধরে জামুড়িয়ার জনগণ এ বিষয়ে যৌক্তিক দাবি তুলেছে।

এদিন প্রথমে কাপড়ের দোকানে আগুন লাগার পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটা জুতোর দোকানেও। পরপর তিনটি দোকান আগুনের গ্রাসে চলে আসে ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি এমনটাই মনে করা হয়। বারবার জামুরিয়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার ব্যবসায়ীরা। একে দিনের পর দিন জামুড়িয়া বাজার সংকীর্ণ হচ্ছে তারপর এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকল বাজারের ভেতরে ঢুকতে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী মহলের একাংশ। জামুড়িয়া এলাকার বাসিন্দারা এলাকায় দমকল বিভাগের দাবি জানান। যাতে করে ভবিষ্যতে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তড়িঘড়ি দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

চলন্ত খাট বানিয়ে তাক লাগালেন নবাব শেখ, বাজেয়াপ্ত ভাইরাল ভ্রাম্যমাণ খাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমকল: নবাবের নবাবী খাট তোলপাড় ফেলেছে ডোমকলে। নদীর ধারে ঘুরতে গিয়ে প্রেমিকা কথার ছলে বলেছিলেন, এখানে যদি একটা বিছানা থাকত। কিছুক্ষণ আয়েস করা যেত। ব্যাস! প্রেমিকার আবসার নেটাতে চলমান খাট বানাতে উঠে পড়ে লাগলেন ডোমকলের বাসিন্দা নবাব শেখ। প্রেমিকাকে উপহার দিতে রাতদিন এক করে তৈরি করে ফেললেন আস্ত একটি ভ্রাম্যমাণ খাট। ইদের দিন সেই খাট নিয়ে রাস্তায় নামতেই নবাব শেখ আর তা দেখতে হুড়মুড়িয়ে উপচে পড়ল ভিড়। মারুতি ভ্যানকে কাজে লাগিয়ে তৈরি ভ্রাম্যমাণ খাট এখন ডোমকলে শোরগোল ফেলেছে।

আর তাতেই কাল হল নবাবের। প্রেমিকাকে উপহার দেওয়া হল না। ডোমকল থানার পুলিশ আপাতত আইনি জটিলতা দেখিয়ে বৃহস্পতিবার শেখের ভ্রাম্যমাণ খাটটি বাজেয়াপ্ত করেছে। শুধু তাই নয়। বাংলাদেশের এক যুবক এই ভ্রাম্যমাণ খাটের পেটেন্ট দাবি করেছেন। তবে ইদের দিন রানিনগর থানা এলাকায় ডোমকলের বাসিন্দা নবাব শেখকে রাস্তায় ঘুরতে দেখেছেন বহু মানুষ।

ইদের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি ভ্রাম্যমাণ খাট রাস্তায় চলছে। খাটের সামনের দু'দিকে রয়েছে দুটি লুকিং গ্লাস। সুসজ্জিত বিছানা। সেই গাড়িটি এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, মুহূর্তেই তা নেটিজেনদের নজরে আসে। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই নানা মন্তব্য আলোচনা শুরু হয়। বেশিরভাগ দর্শকই এর নিরাপত্তাহীনতা এবং আইনভঙ্গের কথা তুলে ধরেন।

অবশেষে, ডোমকল থানা সেই গাড়িটির সন্ধান পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে তা আটক করেছে। থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গাড়িটি আইন অনুযায়ী চালানো হচ্ছিল না এবং এটি বেশ বিপজ্জনক ছিল। সংশ্লিষ্ট থানার কর্মকর্তারা বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরই আমরা এটি ট্র্যাক করি এবং গাড়িটি আটক করা হয়। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নবাব শেখ জানিয়েছেন, তিনি প্রেমিকাকে উপহার দেওয়ার জন্য এই খাট বানিয়েছেন। খাটে চারটি চাকা জুড়ে সেখানে বসানো হয় একটি মারুতি ভ্যানের ইঞ্জিন। এক মাসের বেশি সময় লেগেছে চলন্ত খাট তৈরি করতে। কিন্তু নবাবের আফশোস এখনই প্রেমিকাকে উপহার দেওয়া হল না। নবাবের নবাবী খাট এখন ডোমকল থানার হেপাজতে রয়েছে।

গুলি করে খুন করার চেষ্টা, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গুলি করে খুন করার চেষ্টা এক যুবককে। অল্পের জন্য রেহাই। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। গভীর রাত পর্যন্ত চলে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে, বসিরহাট থানার ন্যাজাট রোডের পিফা এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় এক চায়ের দোকানের সামনে চা খাচ্ছিলেন রেজাউল গাজী নামে ওই যুবক। অভিযোগ সেই সময় এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী আলকাব মালি ও তার দু'জন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে বাইকে করে এসে রেজাউল গাজীকে গুলি করে। কিন্তু অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। চিৎকার চেঁচামেচিতে আলতাব আলি ও তার সহযোগীরা ঘটনাস্থল থেকে পালায়। এরপরই এলাকার মানুষ একজোট হয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জিতেও লখনউকে চিন্তায় রাখল পন্থের খারাপ ফর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি: বল হাতে পাঁচ উইকেট নিলেন। ব্যাট হাতে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারলেন না। ফলে আরও এক বার হারতে হল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। শুক্রবার লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে ১২ রানে হারল মুম্বই। আগে ব্যাট করে লখনউ তুলেছিল ২০৩/৮। জবাবে মুম্বই থেমে গেল ১৯১/৫ রানে। জিতলেও লখনউয়ের চিন্তা থেকে গেল ঋষভ পন্থকে নিয়ে। ২৭ কোটির ক্রিকেটার মাত্র দু'রান করেছেন এ দিন।

লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ২০০-র উপর রান তাড়া করে জেতা সহজ কাজ ছিল না। শুরুটাও ভাল হয়নি মুম্বইয়ের। চোটের কারণে রোহিত শর্মা না খেলায় রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে ওপেন করতে পাঠানো হয়েছিল উইল জ্যাকসকে। চলতি আইপিএলে প্রথম বার বল করতে নেমে প্রথম ওভারেই তাঁকে তুলে নেন আকাশ দীপ। পরের ওভারে শার্দূল ঠাকুর ফেরান রিকেলটনকে।

মুম্বইয়ের ধস বাঁচাতে দরকার ছিল একটা জুটি। সেটাই করেন নমন ধীর এবং সূর্যকুমার যাদব। সাধারণত তিনে নামেন তিলক বর্মা। তবে এ দিন নমনকে নামিয়ে মুম্বইয়ের ফাটকা খেলার পরিকল্পনা কাজে লেগে যায়। আগ্রাসী ব্যাটিং করে লখনউ বোলারদের ছন্দ নষ্ট করে দেন নমন। দ্রুতগতিতে রান তুলতে থাকেন। নমনকে (৪৬) তুলে নেন দিগ্বেশ রাঠি। আগের ম্যাচে শাস্তি পাওয়া সত্ত্বেও এ দিন তাঁকে 'নোটবুক সেলিব্রেশন' করতে দেখা যায়। নমন ফেরার পর সূর্যকুমার ধীরে ধীরে হাত খুলতে থাকেন। তুলনায় অনেক ধীরে খেলছিলেন পাঁচে নামা তিলক। দ্বিতীয় ইনিংসে বল সহজে ব্যাটে আসছিল না। ফলে মুম্বই ক্রিকেটারদের বড় শট খেলা কঠিন হয়ে যায়। আস্কিং রেট বাড়তে থাকায় চালিয়ে খেলার চেষ্টা করছিলেন সূর্য। তবে ১৭তম ওভারে আবেশের অফসাইডে করা বলে কেন যে ও ভাবে ফাইন লেগের উপর দিয়ে খেলতে গেলেন তা দুর্বোধ্য। বলটি ছেড়ে দিলে ওয়াইড হত। অত বাইরের বল খেলায় ব্যাটের সঙ্গে সংযোগও ভাল হয়নি। অনায়াসে ক্যাচ ধরেন আব্দুল সামাদ।

কিছুতেই ব্যাটে-বলে ঠিকঠাক সংযোগ হচ্ছিল না তিলকের। তিনি নিজেকে 'রিটায়ার্ড আউট' করার সিদ্ধান্ত নিলেন ১৯তম ওভারে। তাঁর বদলে নামা মিচেল স্যান্টনার খেলারই সুযোগ পেলেন না। তিলকের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

তার আগে, টসে হেরে আগে ব্যাট করতে নামা লখনউয়ের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল স্কোরবোর্ডে বড় রান তোলা। প্রথম থেকেই সেই কাজ শুরু করে দেন মিচেল মার্শ। নতুন দলে এসে মার্শের ব্যাটে রানের ফোয়ারা দেখা যাচ্ছে। প্রথম দু'টি ম্যাচে অর্ধশতরান করার পর আগের ম্যাচে রান পাননি। এ দিন ফের অর্ধশতরান করেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার।

শুরু থেকেই মার্শের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে মুম্বইয়ের বোলিং। উল্টো দিকে থাকা এডেন মার্করামের ভূমিকা ছিল দর্শকের মতোই। তিনি একটা দিক ধরে রাখেন। ২৭ বলে অর্ধশতরান করেন মার্শ। আইপিএলের নতুন প্রতিভা অশ্বনী কুমারের একটি ওভার থেকে ২৩ রান নেন। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে উইকেট না হারিয়ে ৬৯ রান উঠে যায় লখনউয়ের।

পেসারদের দিয়ে সাফল্য না পাওয়ায় হার্দিক আনেন স্পিনার বিগ্নেশ পুতুরকে। নিজের প্রথম ওভারেই পুতুর তুলে নেন মার্শকে। ৯টি চার এবং ২টি ছয় মেরে ৩১ বলে ৬০ রান করে আউট হন মার্শ।

টেস্ট সিরিজ শুরুর আড়াই মাস আগে সুবিধা পেয়ে গেল ভারত, ইংল্যান্ড পাবে না জোরে বোলারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ দিয়ে আগামী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু করবে ভারতীয় দল। সেই সিরিজ শুরুর আড়াই মাস আগে সুখবর ভারতীয় দলের জন্য। চোট পাওয়ায় সিরিজের অধিকাংশ ম্যাচই খেলতে পারবেন না ইংরেজ জোরে বোলার ওলি স্টোন।

হাঁটুতে চোট পেয়েছেন স্টোন। অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে ইংল্যান্ডের জোরে বোলারকে। তাঁর মাঠে ফিরতে ১৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ফলে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল ফর্মে ছিলেন স্টোন। নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে স্টোন ইংল্যান্ডের বোলিং আক্রমণের অন্যতম ভরসা হবেন বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু হাঁটুর চোট সেই সম্ভাবনা শেষ করে দিল।

ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "ইংল্যান্ড এবং নটিংহ্যামশায়ারের জোরে বোলার অলি স্টোন সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ১৪ সপ্তাহের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। স্ক্যানের রিপোর্ট পাওয়ার পর তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। বোর্ডের চিকিৎসকেরা তাঁর দেখভাল করছেন।" নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে আবু ধাবিতে স্টোন গিয়েছিলেন প্রাক মরসুম সফরে। সেখানে গিয়ে ডান হাঁটুতে অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। সমস্যা বাড়তে থাকায় স্ক্যান করানো হয়। স্ক্যানের রিপোর্ট দেখার পর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। ৩১ বছরের বোলার ২০২৩ সালে শেষ বার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেন স্টোন। তার পর খারাপ ফর্মের জন্য জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তিনি পাঁচটি টেস্ট এবং ১০টি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। চোটের তালিকায় রয়েছেন ইংল্যান্ডের আরও দুই জোরে বোলার। তাঁরা হলেন মার্ক উড এবং ব্রাইডন কার্স। সব মিলিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে সমস্যায় ইংল্যান্ড।

বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পথে নারাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সবচেয়ে বেশি মেডেন ওভার, এমনকি সুপার ওভারেও মেডেন নেওয়ার কীর্তি, কমপক্ষে ১০০ ইনিংসে বল করা বোলারদের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন ইকোনমি রেট;স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সুনীল নারাইনের একেকটি পরিসংখ্যান দেখলে যে কেউ বলবেন, এই সংস্করণে তিনি অন্যতম সেরা। কারও কারও চোখে হয়তো সর্বকালের সেরাও।

নারাইন আরেকটি বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পথে। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে এক দলের হয়ে ২০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন তিনি, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে এই কীর্তি গড়েছেন ক্যারিবীয় স্পিনার। সবচেয়ে বেশি ২০৮ উইকেট নিয়েছেন সামিত প্যাটেল, ইংলিশ কাউন্টি ক্লাব নটিংহামশায়ারের হয়ে।

কলকাতার জার্সিতে ২০০ উইকেট নিতে নারাইনকে ১৮৭ ইনিংসে বল করতে হয়েছে। ২০০ উইকেটের মধ্যে ১৮২টি নিয়েছেন আইপিএলে, ১৮টি বিলুপ্ত চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টিতে।

দলটির হয়ে ১৯৯ উইকেট নিয়ে আইপিএলে কাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন নারাইন। ইডেন গার্ডেনে হায়দরাবাদ ইনিংসের দশম ওভারে অভিষিক্ত কামিন্দু মেন্ডিসকে বদলি ফিল্ডার অনুকূল রায়ের ক্যাচ বানিয়ে ২০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন।

হায়দরাবাদকে কাল ৮০ রানে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে উঠে এসেছে কলকাতা। চার ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের পয়েন্ট ৪। এই মৌসুমে প্লে-অফের আগে আরও ১০টি ম্যাচ খেলবে কলকাতা। সেই ১০ ম্যাচে ৯ উইকেট পেলেই সামিত প্যাটেলকে ছাড়িয়ে টি-টোয়েন্টিতে এক দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড গড়বেন নারাইন।

ইংল্যান্ডের সাবেক অলরাউন্ডার সামিত প্যাটেল ২০০৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত নটিংহামশায়ারের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। গত বছর তিনি নটিংহাম ছেড়ে নাম লিখিয়েছেন ডার্বিশায়ারে। এই কাউন্টি ক্লাবের সঙ্গে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে তাঁর।

বয়স ৪০ পেরিয়ে যাওয়া সামিত ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে আছেন, তা বলাই যায়। নটিংহাম তাঁকে আর ফেরাবে বলেও মনে হয় না। ফলে সামিতকে নটিংহামের হয়ে ২০৮ উইকেটেই আটকে থাকতে হতে পারে। ৩৬ বছর বয়সী নারাইন এ সুযোগে তাঁকে অনায়াসেই ছাড়িয়ে যেতে পারেন।

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সে নারাইনের অভিষেক হয় ২০১২ সালে। আইপিএলে তখন থেকে কলকাতার হয়েই খেলে যাচ্ছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আইপিএলে এখন পর্যন্ত তিনবার চ্যাম্পিয়ন (২০১২, ২০১৪ ও ২০২৪) হয়েছে। তিনবারই দলকে শিরোপা জেতাতে বড় অবদান রেখেছেন নারাইন। ২০১২, ২০১৮ ও ২০২৪ আইপিএলে টুর্নামেন্টসেরাও হয়েছেন। আইপিএলের তিন মৌসুমে সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পাওয়ার রেকর্ড আর কারও নেই।

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 14 (2nd CALL)/2025-26 Publishing & Submission Start Date: 3.3.2025 from 5.00 PM. Bid Submission Closing Date: 15.3.2025 up to 12.00 PM. Bid Opening Date: 17.3.2025 after 12.00 PM. Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Khardah Municipality
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. : KDHM/02/CON/25-26. E-Tender ID: 2025_MAD_833433_1. Categories of Work: Supply of Poclain on hire basis. Last date of Submission of Tender 21.04.2025. Details of tender notice can be seen at : www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- NIT No :- NM/PWDT/NIT-002e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_832869_1.Type of Work:- Renovation work for Fishary Building. Bid Submition End Date:- 19-04-2025 at 05:00 PM. Bid Open Date:- 22-04-2025 at 10:00 AM. N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in Working day and Govt. Website https://wbtenders.gov.in also given https://nabadwipmunicipality.in
S/D Chairman,
Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_৩১_২০২৪-২৫, তারিখঃ ০২.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার /ইলেক্ট., ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** "আরপিএফ ডগ স্কোয়াড/ লিলুয়ার কেনেল, স্টাফ রুম, স্টোর রুমের নতুন নির্মাণ"-এর বৈদ্যুতিকরণ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১১,৫৪,৪৪৪.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২৩,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**
MISC-05/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-NIQ No.: UKM/PWD/001(e)/2025-26, Date: 04.04.2025
1. Operation and Maintenance of 10.84 MLD Surface water treatment plant (SCADA based) of 20 hrs plant operation period (both for Civil and E&M component of works) including supply of coagulants (PAC & Alum), Chlorine Toner, bleaching powder ,guarding arrangement, Sludge disposal and supply of required laboratory reports etc. at Babughat within Uttarpara-Kotrung Municipality for a period of 5(Five) years. Bid Submission Closing Date-29/04/2025. For Details: wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ০১_২০২৫-২৬, তারিখ ০৪.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, ইএনজিজি, জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** লেভেল ক্রশিং অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে এলসি-র অনুষঙ্গে আরওবি/ আরইউবি-র জন্য বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত বিচার বিবেচনা, মৃত্তিকা বিষয়ক অনুসন্ধান, বিশদ সমীক্ষা এবং বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন বা প্রোজেক্ট রিপোর্ট দাখিল। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,০৬,১৫,৯২৪.৭২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৫৩,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) - ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারগুলির ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থর পে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
HWH-06/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
MAALIPOTA GP
Vill+Post-Nataberia, P.S.- Bagdah, North 24 Parganas
NIT No.: Mali/ 125/ 2025 Date-03/04/2025 and Published date-04/04/2025
NIT No.: Mali/ 126/ 2025 Date-03/04/2025 and Published date-04/04/2025
NIT No.: Mali/ 127/ 2025 Date-03/04/2025 and Published date-04/04/2025
NOS Scheme - 05, 03 & 02
Document download start date From 04.04.2025, 9.00A.M (or as per Tender site). Bid submission start day on 04/04/2025 at 9.00 A.M (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on 16/04/2025 upto 5.00 P.M (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on 19/09/2024 (After 11.00 A.M) or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Malipota GP.
Sd/- Debobrata Mondal, Prodhan,
Malipota Gram Panchayat

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ওয়াকফ নিয়ে সোনিয়ার মন্তব্যে বিতর্ক

ক্ষমা চাওয়ার দাবি স্পিকারের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: ওয়াকফ বিল পাশ করানোর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিতর্কে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। বিজেপির দাবি, সোনিয়াকে ক্ষমা চাইতে হবে। খোদ স্পিকার ওম বিড়লা বলছেন, সোনিয়া যা বলেছেন, তাতে গণতন্ত্রের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। তাঁকে ক্ষমা চাইতেই হবে।

উল্লেখ্য, দু'দিনের দীর্ঘ বিতর্কের পর সংসদের দুই কক্ষেই পাশ হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলেই এই বিল আইনে পরিণত হবে। কিন্তু সেই বিল নিয়ে বিতর্ক কিছুতেই থামছ না। বিলটি পাশ হওয়ার পর কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধি দাবি করেন, বিলটিকে লোকসভায় 'বুলডোজ' করা হয়েছে। এটা সংবিধানের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ। অর্থাৎ বিরোধীদের কোনও আপত্তিকে তোয়াক্কা করা হয়নি। সংসদে বহু সাংসদ বিলটির বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সেই বিরোধিতাকে কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয়নি।

শুধু ওয়াকফ নয়, মোদি জমানায় বেসরকারিকরণ, শিক্ষাব্যবস্থা সব নিয়েই সরকারকে প্রশ্ন করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী। সোনিয়া বলেছেন, বিজেপির উদ্দেশ্য তিনটি কেন্দ্রীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ। এক দেশ এক ভোট বিলেরও সমালোচনা করেছেন সোনিয়া। তাঁর দাবি, দেশে স্থায়ীভাবে মেরুকরণ করাই বিজেপির উদ্দেশ্য। ওরা দেশটাকে নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রীর এই মন্তব্যেই যাবতীয় বিতর্ক। মূলত ওই 'বুলডোজ' কটাক্ষে আপত্তি করেছে শাসক শিবির। শুক্রবার সংসদে বিজেপি সাংসদরা স্লোগান তোলেন 'সোনিয়া গান্ধি মাফি মাঙ্গো।' খোদ স্পিকার ওম বিড়লা এদিন সংসদে বলেন, 'তিন বার ভোটাভুটির মাধ্যমে বিলটি পাশ হল। তারপরও একজন বর্ষীয়ান সাংসদ যে কথাটা বলেছেন, সেটা দুর্ভাগ্যজনক। গভীর রাত পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা। এত বিতর্কের পর বিল পাশ। সেটা নিয়ে এভাবে প্রশ্ন তোলাটা আসলে সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদায় আঘাত।'

কুয়োর বিষাক্ত গ্যাসে মৃত ৮

ভোপাল, ৪ এপ্রিল: মেলার আগে কুয়ো পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন ৩ গ্রামবাসী। বিষাক্ত গ্যাসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। প্রতিবেশীরা বিপদে বুঝতে পেরেই তাঁদের বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন আরও ৫ জন। কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসের বলি হয়ে মৃত্যু হয় ৮ জনেরই। মর্মান্তিক ঘটনা মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ায়।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মৃতদের পরিবার পিছু আর্থিক সাহায্যও ঘোষণা করেছেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'এই কঠিন সময়ে শোকগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাই। আমি মৃতদের পরিবার পিছু ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছি।'

মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া জেলার কোন্ডাবত গ্রামে গাঙ্গৌর উৎসব ছিল বৃহস্পতিবার। গ্রামেই একটি বড় কুয়ো রয়েছে। সেটির জল ব্যবহার করা হয় না। গ্রামে কোনও পুজো হলে বা উৎসব হলে প্রতিমা এবং যাবতীয় জিনিস ওই কুয়োয় ফেলা হয়। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, গাঙ্গৌর উৎসবের আগে বৃহস্পতিবার সকালে ওই কুয়োটি পরিষ্কার করার জন্য নেমেছিলেন জনা তিনেক বাসিন্দা। কিন্তু কুয়োতে নামার পর বিষাক্ত গ্যাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তিনজনই ডুবতে বসেছিলেন। সেটা বুঝতে পেরে তাঁদের বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন আরও পাঁচজন।

কিন্তু কুয়োয় নেমে তাঁরাও বিষাক্ত গ্যাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মোট আটজন কুয়োয় নেমেছিলেন। কেউ ফেরেননি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং দমকলকে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু উদ্ধারকাজ শুরুর আগেই তত ক্ষণে ওই আটজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই কুয়োয় বেশি জল ছিল না। কুয়োটি কাদা এবং পাকে ভর্তি ছিল। যে কারণে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়েছিল।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-01 of 2025-2026 Dated. 03.04.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: SITC of different Lighting Instruments for Srijony Auditorium.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/EOI-01/25-26
Tender ID : 2025_MAD_833411_1
Last Date : 19th April 2025, up to 5:00 pm
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

পাল্টা মার চিনের, মার্কিন পণ্যের উপর অতিরিক্ত ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করল বেজিং

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ: বুধবার গভীর রাতে 'শুল্ক-মিসাইল' ছুড়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। চিনের উপর ৩৪ শতাংশ কর চাপানোর ঘোষণা করেন তিনি। যা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল বেজিং। হুঙ্কার দেওয়া হয়েছিল পালটা 'বদলা' নেওয়ার। আর ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই 'শুল্কযুদ্ধে'র আগুনে ঘি ঢেলে আমেরিকার পণ্যের উপর অতিরিক্ত ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করল শি জিনপিংয়ের দেশ। এবার চিনের এই পালটা মারের 'প্রতিশোধ' মার্কিন প্রেসিডেন্ট কীভাবে নেবেন, সেদিকেই তাকিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মহল। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ক্রমেই এভাবে বেলাগাম হচ্ছে 'বাণিজ্য সংঘাত'। যার প্রভাব পড়ছে বিশ্ব অর্থনীতিতে।

গত বছরের নভেম্বরে নির্বাচন জিতে ফের আমেরিকার মসনদে বসেন ট্রাম্প। আর ক্ষমতায় ফিরেই তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, যে দেশ আমেরিকার পণ্যে যতটা শুল্ক চাপিয়ে থাকে, ২ এপ্রিল থেকে সেই দেশের পণ্যে পালটা তার উপযুক্ত শুল্ক চাপানো হবে। সেই মতোই বুধবার ভারতীয় সময় রাত দেড়টা নাগাদ 'পারস্পরিক শুল্ক' ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভারতের পণ্যের উপর ২৬ শতাংশ, চিনে থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে হোয়াইট হাউস। এর পরের দিনই অর্থাৎ বিবৃতি দিয়ে চিনের বাণিজ্য মন্ত্রক বলে, অবিলম্বে এই শুল্ক বাতিল করতে হবে আমেরিকাকে। না হলে বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিপন্ন হবে। এইভাবে বাণিজ্যযুদ্ধে কেউ জয়ী হতে পারে না। এর মূল্য চোকাতে হবে আমেরিকাকে।

শুক্রবার জানা গেল, আমদানি করা সমস্ত মার্কিন পণ্যের উপর অতিরিক্ত ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে চিন। শুধু তাই নয়, ১৬টি মার্কিন সংস্থাকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। যাদের উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে বেজিং। এছাড়া সাতটি দুর্লভ ধাতুর রপ্তানিতেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে চিনের বাণিজ্য মন্ত্রক। এতেই ক্ষান্ত না দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আমেরিকার বিরুদ্ধে মামলা করতে চলছে তারা। এর ফলে বিপদে পড়বে আমেরিকার বহু ব্যবসায়ী। প্রভাব পড়বে মার্কিন অর্থনীতিতেও। এই সিদ্ধান্তের পর চিনের স্টেট কাউন্সিল ট্যারিফ কমিশন জানিয়েছে, আমেরিকা এমন কিছু পদক্ষেপ করেছে যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শুধু তাই নয়, এতে চিনের বৈধ অধিকার এবং স্বার্থকে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই বার্তা দিতেই এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই বিভিন্ন জিনিসপত্রের উপর চিন সরকারের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের বাস্তবায়ন করা হবে। ফলে কমিউনিস্ট দেশটি এই সিদ্ধান্তে হোয়াইট হাউস কী করে সেটাই এখন দেখার।

e-Tender Notice
E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. NIT NO - WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-18/25-26 under 15th FC Fund 2024-25 (Tied Re-tender 2nd call) Memo No: 125/DEY/2025-26, & WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-19/25-26 under 15th FC Fund 2024-25 (Tied Grant) Memo No:-126/DEY/2025-26 Date : 04-04-2025 Last date of submission BID 12/04/2025 at 11.30 A.M. Technical Bid opening 14/04/2025 at 11.30 A.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
NIT No. 02-TN/EE/B-VII/25-26 তারিখ : ০৩.০৪.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার,এইচএমসি-বিভিন্ন ওয়ার্ডের অধীন **বিভিন্ন কাঁচা সড়কের সিমেন্ট কংক্রিট কাজের দ্বারা উন্নয়নের জন্য** একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বরো-৭ অফিসের ওয়েবসাইট https://wbtenders.gov.in থেকে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শেষ তারিখ : ২১.০৪.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি : 2025_MAD_832963**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৬(২)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
৪.৪.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/S&D/01/2025-2026 তারিখ : ০২.০৪.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি), হাওড়া পৌর নিগম-এইচএমসি ওয়ার্ড নং ০৭ অধীন মোহিনাথ পোরেল লেন স্থিত পুকুরের পলি উত্তোলন এবং খননের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.wbtender.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৯.০৪.২০২৫ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৫(৩)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
৪.৪.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ৫ এপ্রিল ২০২৫ • পেজ ৮

রাজস্থানের রাজ পরিবারের সন্তান মহারাজা লক্ষ্মণ সিংজির কনিষ্ঠ পুত্র রাজসিং দুঙ্গারপুর কলেজে পড়ার সময় থেকেই ‘ভারতের বুলবুলে ’- র প্রেমে হাবুডুবু। কিন্তু বাড়িতে সে কথা জানাতেই বিয়ের প্রস্তাব সাথে সাথেই নাকচ হয়ে যায়। কারণ হিসাবে পাত্রকে জানানো হয় যে প্রেমিকা যথেষ্ট উঁচু পরিবারের নন। প্রেমিক ও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মত পণ করে বসেন সারা জীবন তিনি অবিবাহিতই থাকবেন। লতাও আর কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবতেই পারলেন না। রচিত হল এক অনুচ্চারিত প্রেম কাহিনীর ইতিকথা।

বর্ণময় সুরসাধিকা
লতা মঙ্গেশকর

অরিন্দম ঘোষ

‘সুরের সরস্বতী‘ নামে পরিচিত হলেও এই সুরসাম্রাজ্ঞীর প্রকৃত নাম হেমা। ছোট্ট একরত্তি মেয়েটি মাত্র তিন - চার বছর বয়সে মাত্র একদিনই দশ মাসের বোন আশাকে নিয়ে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যেহেতু শিক্ষকের অপছন্দের তালিকায় ছিল, তাই ছোট্ট লতা রাগের চোটে তখনই বেরিয়ে আসেন স্কুল থেকে।সেই প্রথম,সেই শেষ স্কুল যাত্রা।বাড়ি ফিরে পরিচালক বিঠঠলকে লেখাপড়া শেখানোর অনুরোধ জানায় সে।তাঁর কাছে শুরু হয় মারাঠি বর্ণমালা শিক্ষা।আর মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বাবার কাছে অভিনয় আর গানের তালিমের সূত্রপাত। ‘ভাউ বন্ধন ‘ নামে এক মারাঠি নাটকের প্রধান চরিত্র লতিকাকে খুব মনে ধরেছিল হেমার বাবার। তাই সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই মেয়ের নাম হয় লতা।

১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পণ্ডিত দীননাথ মঙ্গেশকর ও সেবন্তির বড় মেয়ে লতার জন্ম হয় ইন্দোরে। মীনা, আশা, ঊষা আর হৃদয়নাথ লতারা চার ভাইবোন। মাত্র তেরো বছর বয়সে বাবা মারা যান। তখন থেকেই পরিবারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর ঘাড়ে। লতার প্রথম সঙ্গীতগুরু তাঁর বাবা হলেও পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত শিখতে শুরু করেন ওস্তাদ আমন আলি খানের কাছে ।

লতার জীবনে প্রথম বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে ‘মহল’ (১৯৪৯) ছবির ‘ আয়েগা অনেওয়ালা ‘ গানটি।এই গানে ঠোঁট মেলালেন মধুবালা। সেই শুরু। এরপর দর্শককূল উপহার পেতে থাকেন পরপর ‘আজা রে পরদেশী ‘(মধুমতী),’ পেয়ার কিয়া তো ডর না কেয়া’ (মুঘল - ই - আজম), ‘আল্লা তেরা নাম ‘(হম দো নো), ‘আজ ফির জিনে কি ’ (গাইড), ‘হেঁঠো মে অ্যায়সি বাত’ (জুয়েল থিফ), ‘আজান-এ-যা’ (ইন্তেকাম), ‘দিল হুম হুম করে’ (রুদালি) প্রভৃতি।বাংলা গানের ভুবনেও তাঁর অবাধ বিচরণ ‘রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে’, ‘আকাশ প্রদীপ জ্বলে’, ‘একবার বিদায় দে মা’, ‘চঞ্চল মন আনমনা হয়’, ‘আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব’, ‘চঞ্চল ময়ূরী এ রাত’, ‘ ঙ্গল দীপ জ্বেলে’ প্রভৃতি। বাংলায় তাঁর রেকর্ডিং করা মোট গানের সংখ্যা ২০০, হিন্দিতে প্রায় ১৫ হাজার। এছাড়াও আরো ৩৮ টি ভাষায় গান রেকর্ড করেছেন লতা।

লতার চির স্মরণীয় কয়েকটি গানের প্রসঙ্গে একটু বলা যাক। এখানে স্মরণীয় যে,লতা কখনো নিজের নামে সুর দিতেন না। হিন্দি ছবিতে তিনি কখনো সুর দেননি। গোটা পাঁচেক মারাঠি ছবিতে তিনি সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন।সুরকার হিসেবে তিনি ‘আনন্দ ঘন’ ছদ্মনামের আশ্রয় নিতেন। বাংলায় তাঁর শেষ অ্যালবাম ‘সুরধ্বনি’-তে একটা গানের সুর তাঁরই করা।এক্ষেত্রে একটা মজার কাহিনী শোনানো যাক। বরিষ্ঠ মারাঠি পরিচালক ভালজিপেন ধড়কর লতাকে মেয়ের মত স্নেহ করতেন। ১৯৬৩ সালে ‘ মোহি তাঞ্চি মঞ্জুলা’র কাজ শুরু করার সময় তিনি এক ভয়ানক সমস্যার সম্মুখীন হন। দেখা যায় যে ওইসময় নামজাদা সমস্ত সুরকারই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত, কেউই ফাঁকা নেই। লতার কেরিয়ারের কোনো ক্ষতি হয়, সেইজন্য ভালজি কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে লতাকে পরামর্শ দেন ছদ্মনাম ব্যবহার করার জন্য। লতা ছদ্মনাম নেন ‘আনন্দঘন’। ঘটনাচক্রে এই ছবি মহারাষ্ট্র সরকারের দেওয়া পুরস্কারে ‘সেরা সঙ্গীত’ নির্বাচিত হল। পুরস্কার গ্রহণ করতে এবার সঙ্গীত পরিচালককে যেতে হবে। লতা ও ভালজি দু’জনেই তখন উভয় সঙ্কটে। শেষ পর্যন্ত ঘোষকই সকলের অস্বস্তি দূর করে ঘোষণা করলেন যে ‘আনন্দঘন’ আর কেউ নন, লতা স্বয়ং। চীনের সাথে ১৯৬২ সালের যুদ্ধে শহীদ ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ‘অ্যায় মেরে ওয়াতন কে লোগো’ গানটির প্রসঙ্গে আসা যাক। গানটির রচয়িতা কবি প্রদীপজি। মুম্বইয়ের মহিম সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই এই লাইনগুলো তাঁর মাথায় আসে। তবে হাতের কাছে যেহেতু কাগজ - কলম ছিলনা,তাই এক পথচারীর কাছ থেকে কলম চেয়ে সিগারেটের প্যাকেটের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে লিখে ফেলেন বিখ্যাত লাইনগুলি। ঠিক হয়েছিল গানটি গাইবেন লতা, সুর দেবেন সি রামচন্দ্র। কিন্তু সুরকারের সাথে মতপার্থক্য হওয়ায় লতা গানটি গাইবেন না বলে স্থির করেন। শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে একাই তিনি গানটি গেয়েছিলেন এবং এই গানটি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর দু ‘ চোখ জলে ভিজিয়ে দিয়েছিল। একবার ভেবে দেখুন সঙ্গীতচর্চাকে সাধনার কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে এটা করা সম্ভব।

সারা জীবনই অবিবাহিতা ছিলেন লতা।কিন্তু কেন? তাহলে কি পছন্দের পাত্র পাননি? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক। রাজস্থানের রাজ পরিবারের সন্তান মহারাজা লক্ষ্মণ সিংজির কনিষ্ঠ পুত্র রাজসিং দুঙ্গারপুর কলেজে পড়ার সময় থেকেই ‘ভারতের বুলবুলে ’- র প্রেমে হাবুডুবু। কিন্তু বাড়িতে সে কথা জানাতেই বিয়ের প্রস্তাব সাথে সাথেই নাকচ হয়ে যায়। কারণ হিসাবে পাত্রকে জানানো হয় যে প্রেমিকা যথেষ্ট উঁচু পরিবারের নন। প্রেমিক ও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মত পণ করে বসেন সারা জীবন তিনি অবিবাহিতই থাকবেন। লতাও আর কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবতেই পারলেন না। রচিত হল এক অনুচ্চারিত প্রেম কাহিনীর ইতিকথা।

কোকিল কণ্ঠী লতা শুধু গান নয়,কথা বলার সময় ও অত্যন্ত শান্ত, নিচু স্বরে কথা বলতেন। প্রিয় খাবার ছিল বিরিয়ানি। শিল্পীরা নিজেদের কণ্ঠস্বর অটুট রাখতে খাবার-দাবারের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ মেনে চলেন। কিন্তু লতা সেসব কিছুই মানতেন না। ফুচকা খেতে খুবই পছন্দ করতেন। গুজরাটি ডালও ছিল তাঁর প্রিয় খাদ্য তালিকায়। আচারও বাদ যেতনা তাঁর রসনাতৃপ্তির তালিকা থেকে।

সরস্বতীর মানসকন্যা লতার সেন্স অব হিউমার ছিল খুব প্রখর। স্মৃতিশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রবল। কারও সাথে একবার দেখা হলে তাকে সহজে ভুলতেন না। বাইরে বেরোলে হীরের আংটি পরতেন। নিজের বাহন বদলাতে চাইতেন না। পুরোনো মার্সিডিজ চড়েই ঘোরাফেরা করতেন।

সঙ্গীত সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ লতার পুরস্কার প্রাপ্তিও ছিল অগুন্তি। এরমধ্যে পদ্মভূষণ (১৯৬৯), ফিল্ম ফেয়ার লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড (১৯৯৩), পদ্মবিভূষণ (১৯৯৯), আইফা লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড (২০০০), ভারতরত্ন (২০১১), ফর এভার ইন্ডিয়ান অ্যাওয়ার্ড (২০০৭) ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহেই তাঁর রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার শুরু। ২০১৮ সালের ১২ ডিসেম্বর তিনি শেষ রেকর্ডটি করেন। সেটি গানের রেকর্ড ছিল না, ছিল গায়েত্রী মন্ত্রের।

শেষ বয়সে কোভিড ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত লতাকে ১১ জানুয়ারি,২০২২ - এ ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ লড়াই শেষে ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ - এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সাথে সাথে তাঁর পরিবার - পরিজন , সঙ্গীতানুরাগী ভক্তদের মত অনাথ হয়ে যায় প্রভুকুঞ্জের বাড়িটা। লতাকে একবার কোনো এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন পরজন্মে তিনি কী হতে চান? নিমেষের মধ্যে লতার উত্তর ছিল যে তিনি পরজন্ম চান না। একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে কিংবদন্তী এই শিল্পী জন্ম-জন্মান্তরে অমর হয়ে থেকে যাবেন সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে।

সাহসিনী সংগ্রামী
মৌটুসী গায়েন

দীপংকর মান্না

জটিল জীবন সংগ্রামে ভরা এক সাহসিনী নারীর বেঁচে থাকার কাহিনী। একেবারে বাস্তবের গল্প। এই নারীর বেঁচে থাকার গল্প। আর একটু খুলে বলি, এই নারীর লড়াই, জেদ ও ত্যাগের গল্প। এই গল্পে যেমন প্রেম আছে, তেমনই আছে কঠিন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার ব্রত।

হাওড়া ও হুগলি সীমান্তের এক প্রান্তিক গ্রাম মানশ্রী। গ্রামটি বেশ বড়। তাই গ্রামটির দুটি ভাগ, উত্তর ও দক্ষিণ মানশ্রী।উত্তর মানশ্রীর এক কৃষক বাড়ির নারী মৌটুসী মন্ডল। ছোট থেকেই মৌটুসী পরশ্রীকাতর।ছুটে যায় কারোও আপদে বিপদে। তাই মৌটুসীর সখ নার্স হয়ে মানুষের সেবা করা।মা-বাবার কাছে মৌটুসী পেয়েছে সততার ব্রত, আগিয়ে চলার সাহস।এহেন মৌটুসী পেয়ে যায় একই মানসিকতার এক প্রিয়জনকে। দক্ষিণ মানশ্রীর প্রেমিক কুন্তল গায়েন। প্রেমের নানা বাধা বিপত্তির হার্ডল পেরিয়ে বসে যায় একেবারে বিয়ের পিঁড়িতে। এখন মৌটুসী গৃহবধূ। স্বামীকে নিয়ে সুখের সংসার।আর হ্যাঁ, প্রথম থেকেই মৌটুসী পেয়ে যায় বন্ধু ও দেবতার মতো শাশুড়ি মা।

আর পাঁচটা নারীর মতো এই গল্প অনেকের সাথে মিলে যায়। তাহলে মৌটুসীর গল্প শুনে আমাদের কি লাভ। কেন নারী দিবসে মৌটুসীর কথা। তাহলে এবার বলি মৌটুসীর করুণ কথা, জটিল জীবনযাত্রার কথা।

বাড়িতে মৌটুসীর স্বামীর মৃতদেহ। মৃতদেহ-র চরণ ছুঁয়ে মৌটুসীকে যেতে হয় কলকাতায়, নার্সিং এর শেষ পরীক্ষা দিতে। কলকাতা থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরলে হয় মৌটুসীর স্বামীর সৎকাজ। বাকহারা- নীরব, শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে এদিক ওদিক । মৌটুসীর তখন চার বছরের ছেলে আর আড়াই বছরের মেয়ে। ছেলেমেয়ে আঁকড়ে শুধু কান্না আর কান্না। বারবার ডেকেছে ভগবানকে। ভগবান আমাকে শক্তি দাও। আমাকে বাঁচতে দাও।

সেদিন দাঁতে দাঁত চেপে নিজের কাছে আমি শপথ নিয়েছে মৌটুসী।তাকে বাঁচতেই হবে।ধরতে হবে সংসারের হাল। মানুষ করতে হবে আমার ছেলেমেয়ে।

এমনই জটিল বেদনাময় সংসার জীবন। মৌটুসী স্বামী সুখ পায় মাত্র সাত বছর। তারপর শুধু লড়াই আর লড়াই। বেঁচে থাকার লড়াই। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার লড়াই।

সংসার জীবনের চার বছর পর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অক্সিলিয়ারি নার্স মিডওয়াইফ পদে (এএনএম) আবেদন করে মৌটুসী। ইন্টারভিউয়ে সিলেকশন-ও হয়ে যায়। মাসখানেক পর ট্রেনিং এর চিঠি-ও এসে যায়। তখন মৌটুসীর পেটে তখন ন’মাসের বাচ্চা। মনের ভেতর চিন্তা। কিভাবে আমি ট্রেনিং নেবে। অবশেষে মুশকিলাশন।আমি সন্তান প্রসবের ৬ মাস পর যেতে পারবো ট্রেনিং-এ।মনে তখন হালকা হাসি। কিন্তু দু’ বছরের পুত্র ও ছ’মাসের কন্যাকে ফেলে কি করে যাই আবাসিক ট্রেনিং-এ।সাহস দেয় মৌটুসীর দুই মা, নিজের মা আর শাশুড়ি মা। ছেলেমেয়ে রেখে মৌটুসী চলে যায় দু’বছরের আবাসিক নার্সিং ট্রেনিং-এ। দেড় বছর ট্রেনিং চলার পর এক সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে খবর পায়, মৌটুসীর স্বামীর চোখের রেটিনায় স্টোক হয়েছে। এই কথা শুনে তড়িঘড়ি বাড়ি চলে আসে মৌটুসী। এবার চলে স্বামীকে সুস্থ করার লড়াই, দৌড়ঝাঁপ। চিকিৎসায় সেরে যায় স্বামীর চোখ।চোখে দেখে আলো।হাঁপ ছেড়ে মৌটুসী।

আবার শুরু ট্রেনিং এর বাকি অংশ। যথারীতি শেষ হয় নার্সিং এর ট্রেনিং। এবার পরীক্ষার পালা। কলকাতায় থেকে দিতে হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা চলছ।আর একটা পরীক্ষা বাকি। পরীক্ষা শেষে ফোনে কথা বলি স্বামীর সাথে।কথা বলতে বলতে বুঝতে পারি কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ। বাড়ি জুড়ে কান্নার শব্দ। সব শেষ, সেরিব্রাল স্টোকে আমার স্বামী মৃত।রাত্রিরেই আমি কলকাতা থেকে চলে আসি বাড়ি। আমার মুখে ভাষা নেই। চোখ দিয়ে শুধু জল আর জল। এই সময় ভগবানের মতো শক্তি ও সাহস দেয় আমার শাশুড়ি মা।

এই দুঃখ বেদনার মাঝে মৌটুসী খবর পায়,সে নার্সিং পরীক্ষায় পাস করেছে। চাকরিও পেয়ে যায় এএনএম পদে। ছেলেমেয়ে সংসার সামলে আমার শুরু নতুন জীবন। আত্মত্যাগ, আত্মবিশ্বাস, সততা আর লড়াই মৌটুসীর জীবনে এনেছে সাফল্য। মানুষের সেবা আর ভালোবাসায় মৌটুসী আজ কষ্টের মধ্যেও সুখী। ছেলে কৌস্তব গায়েন একাদশ, আর মেয়ে অঙ্গীরা গায়েন নবম শ্রেণির ছাত্রী। দু’জনেই পড়াশোনায় ভালো। ভালো ছবি আঁকতে পারে। মৌটুসীর একমাত্র স্বপ্ন মানুষের সেবার মাঝে ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠা করা।

এখানেই শেষ নয় মৌটুসীর জটিল জীবনের গল্প। মৌটুসী-ও জটিল পায়ের অসুখ থেকে বেঁচে আসে।নিতে হয় দশাধিক ‘রে’। এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত লড়াই, এর মাঝেও মৌটুসী কেবল বেঁচে আছে সততা, আত্মবিশ্বাস আর সাহসের জোরে। নারী দিবসে মৌটুসীকে কুর্ণিশ।